Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

তানবিরুল হালাক

[redacted]

ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (রাহঃ)
(৮৪৯-৯১১হিজরী)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

তানবিরুল হালাক

ফি ইমকানি রুইয়াতিন নাবীয়ী ওয়াল মালাক

ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর
আস-সুয়ুতী রহঃ

অনুবাদ-

মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

প্রকাশনায়ঃ
আল-আমিন প্রকাশন,
বিয়ানীবাজার, সিলেট।
০১৭২২১১৫১৬১

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহ আলাইহিম বা'দা ওয়াফাতিহিম
ইমাম আবু বকর বাইহাকী রহ. ৪৫৮হিঃ
তানবিরুল হালাক ফি ইমকানি রুইয়াতিন নাবীয়ী ওয়াল মালাক
মূল- ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী রহঃ
অনুবাদ-
মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
প্রকাশনায়ঃ
আল-আমিন প্রকাশন,বিয়ানীবাজার, সিলেট।
০১৭২২১১৫১৬১
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী- ২০১৭ইং
মহরম-১৪৩১ হিজরী,কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিজয় কম্পিউটার, বিয়ানিবাজার।
প্রচ্ছদ ঃ নূরুল লোদী
হাদিয়াঃ ৮০ টাকা

ভূমিকা

الحمد لله والشكر لله والصلوة والسلام على رسول لله اما بعد فقد قال الله تعالى فى القران الكريم من يطع الرسول فقط اطاع الله (الخ) وقال عليه السلام من احب سنتى فقط احبنى ومن احبنى كان معى فى الجنة.

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর প্রতি আন্তরিক মহব্বত ও তাঁর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র অসিলা। আর এটাই স্বাভাবিক যে, ভালোবাসা মহব্বতকৃত ব্যক্তিকেই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে- من احب شيئا اكثر ذكره আর মহানবী (দঃ) হলেন, অপরিসীম গুণের অধিকারী। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী শাফিউল মুজনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম অফাতের পর রওদায়ে আতহারে জিবীত এবং তিনি তার উম্মতকে দেখা দিয়ে থাকেন। এ ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। সম্প্রতি আহলে হাদীস নামক একটি সমপ্রদায় এ বিষয় নিয়ে অস্বিকৃতি দাবী করে প্রচারনা করছে। সেই সাথে আমাদের ঘরের মধ্যে অর্থাৎ দেওবন্দী মতাদর্শের কতিপয় পথভ্রষ্টরা আজ বলছে রুহানী ভাবে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা ধোকাবাজী। তাদের প্রচারনায় প্রতিরোধে আমরা ইমাম বায়হাকী রহ. হায়াতুল আম্বিয়া ও ইমাম সুয়ূতীরহ. এর তানবিরুল হালাক রেছালাদ্বয় ভাষান্তর করে পাঠকের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থের অনুবাদ ও মুদ্রণ জনিত কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

হায়াতুল আম্বিয়ার ভূমিকা ৫
হাদীস নং-১ ৬
হাদীস নং-২১ ২০
তানবিরুল হালাক ফি ইমকানি রুইয়াতিন নাবীয়ী ওয়াল মালাক ২১
রাসূলুল্লাহ দ.কে দেখা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামগণের মন্তব্য: ২২
আবু মুহাম্মদ জামারাহ রাঃ মন্তব্য: ২৬
হযরত মুত্বরিফ (রাঃ) এর ঘটনা ২৭
ইমাম গাজ্জালী রহ. এর বক্তব্য ৩১
ক্বাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীর রহ.বক্তব্য ৩২
শাইখ ইজ্জুদ্দীন আবদুস্ সালাম রহ. এর বক্তব্য ৩৩
ক্বাদ্বী শরফুদ্দীন হেবাতুল্লাহ আলবারেজী রহ.এর বক্তব্য ৩৪
শাইখ আকমালুদ্দীন আলবাবুরতী আলহানাফীর বক্তব্য ৩৫
শাইখ সুফী উদ্দীন আবুল মনছূর রহ. এর বক্তব্য ৩৬
ইমাম ইয়াফেঈ রহ. এর বক্তব্য ৩৬
শাইখ সিরাজ উদ্দীন ইবনে মিলকন রহ. এর বক্তব্য ৩৭
শাইখ আবদুল গাফ্ফার ইবনে নূহ আল-কুছী রহ. এর বক্তব্য ৩৯
শাইখ আবুল আব্বাস মারাসী রহ. এর ঘটনা ৩৯
শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আত্বা উল্লাহ রহ.এর বক্তব্য ৪০
শাইখ ছফি উদ্দীন ইবনে আবুল মনছুরও রহ. এর বক্তব্য ৪০
শাইখ আবদুল গাফ্ফার রহ. এর বক্তব্য ৪১
শাইখ ছফি উদ্দীন রহ. রহ. এর বক্তব্য ৪২
শাইখ আবুল আব্বাসে আহমাদ রহ. এর ঘটনা ৪৪
ইবনে ফারেস রহ. এর ঘটনা ৪৫
সাইয়্যেদ আহ্মদ রেফাঈ রহ. এর ঘটনা ৪৫
শাইখ বুরহান উদ্দীন আল বুক্বায়ী রহ.এর বক্তব্য ৪৬
ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে নু'মান রহ.এর বক্তব্য ৪৭
ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইসমাঈল রহ.এর বক্তব্য ৪৯
হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঘটনা ৫১
আবু বকার আবইয়াদ্ব রহ.এর বক্তব্য ৫২
জ্ঞাতব্য বিষয়াদি: ৫৩
ক্বাজী আবু বকর ইবনে আরাবী রহ. এর বক্তব্য ৫৪
ইমাম কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য ৫৬
আবু আব্দুল ক্বাহের ইবনে ত্বাহের বাগদাদী রহ.এর বক্তব্য ৫৫
হাদীস ৫৭
জ্ঞাতব্য বিষয়াদি:(৩) ৬৩
শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আতার রহ.এর ঘটনা ৬৩
জ্ঞাতব্য বিষয়াদি: (৪) ৬৪
উপসংহার: ৬৫
হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে দেখা প্রসঙ্গে হাদীস ৬৬

الكتاب: حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)

حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ لِلْبَيْهَقِيِّ أَخْبَرَ [ص:68 [الشَّيْخُ الْإِمَامُ زَيْنُ الْإِسْلَامِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا مِنْ نَيْسَابُورَ قَالَ: أَنْبَأَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَرَأَهُ عَلَيْنَا وَأَنَا أَسْمَعُ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمَائَةٍ وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنْجِيبِ الْعَامِرِيُّ أَيَّدَهُ اللَّهُ قَالَ :أَبْنَا شَيْخُ الْقُضَاةِ أَبُو عَلِيِّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيِّ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ قَالَ: أَبْنَا الْإِمَامُ وَالِدِي شَيْخُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ [ص:69] لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ، ذِكْرُ مَا رُوِيَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ.

- 1أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الصُّوفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أنبأ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، [ص:70] قَالَ: ثنا قُسْطَنْطِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيُّ ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْمَدَائِنِيُّ ، ثنا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ ، هَذَا يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ [ص:71] الْمَدَائِنِيِّ

তানবিরুল হালাক ফি ইমকানি রুইয়াতিন নাবীয়ী ওয়াল মালাক

تَنْوِيرُ الْحَلَكِ فِي إِمْكَانِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ وَالْمَلَكِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ: فَقَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْ رُؤْيَةِ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَقَظَةِ، وَإِنَّ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ مِمَّنْ لَا قَدَمَ لَهُمْ فِي الْعِلْمِ بَالَغُوا فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ وَالتَّعَجُّبِ مِنْهُ وَادَّعَوْا أَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ، فَأَلَّفْتُ هَذِهِ الْكُرَّاسَةَ فِي ذَلِكَ وَسَمَّيْتُهَا :تَنْوِيرُ الْحَلَكِ فِي إِمْكَانِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ وَالْمَلَكِ،

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার এবং সালাম তাঁর পছন্দনীয় বান্দাগনের প্রতি।

অতঃপর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন অতি উচ্চস্তরের ব্যাক্তিগণের জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বর্তমান কালের একদল ব্যাক্তি জ্ঞানের ময়দানে যাদের পদচারণা নেই, তারাই এ বিষয়টি অস্বীকারে চরম বাড়াবাড়ি করছে। বিস্মিত, হতবাক হয়ে অসাড় দাবীও করছে এবং বলছে যে, জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা অসম্ভব, সাধ্যাতীত। বিধায় এ বিষয়ে আমি এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচনা করলাম। এবং নাম দিলাম "তান্‌বীরুল হালাক ফী ইমকানি রুইয়াতিন্‌ নাবিয়্যি অলমালাক"বা সক্ষমতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরেস্তা দর্শনের মাধ্যমে ঘোর অন্ধকার আলোকিতারণ।

وَنَبْدَأُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ: أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وأبـو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ [الْأَنْصَارِيِّ]

এ বিষয়ে ছহীহ বা বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে প্রাপ্ত হাদীসই আঁকড়ে ধরছি: অনুসরণ করছি: ইমাম বোখারী, মুসলিম ও হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

«مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي

কেউ আমাকে স্বপ্নে দেখল বিধায় অতিসত্বর সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখবে এবং শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। ইমাম ত্বিবরানী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খুছআমী (রাঃ) ও হযরত আবু বকরা (রাঃ) হতে। আর ইমাম দারমীও (রাঃ) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু ক্বাতাদা (রাঃ) হতে ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামগণের মন্তব্য:

قَالَ الْعُلَمَاءُ: اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ (فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ) فَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَسَيَرَانِي فِي الْقِيَامَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ بِلَا فَائِدَةٍ فِي هَذَا التَّخْصِيصِ لِأَنَّ كُلَّ أُمَّتِهِ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ رَآهُ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَنْ آمَنَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَرَهُ لِكَوْنِهِ حِينَئِذٍ غَائِبًا عَنْهُ فَيَكُونُ مُبَشِّرًا لَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَرَاهُ فِي الْيَقَظَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَمَنْ رَآهُ فِي النَّوْمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَرَاهُ فِي الْيَقَظَةِ - يَعْنِي بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ - وَقِيلَ: بِعَيْنٍ فِي قَلْبِهِ، حَكَاهُمَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ،

وَقَالَ الْإِمَامُ أبو محمد بن أبي جمرة فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي انْتَقَاهَا مِنَ الْبُخَارِيِّ :هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْ رَآهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّوْمِ فَسَيَرَاهُ فِي الْيَقَظَةِ، وَهَلْ هَذَا عَلَى عُمُومِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، أَوْ هَذَا

كَانَ فِي حَيَاتِهِ؟ وَهَلْ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ رَآهُ مُطْلَقًا أَوْ خَاصٌّ بِمَنْ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ وَالِاتِّبَاعُ لِسُنَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ اللَّفْظُ يُعْطِي الْعُمُومَ، وَمَنْ يَدَّعِي الْخُصُوصَ فِيهِ بِغَيْرِ مُخَصِّصٍ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمُتَعَسِّفٌ، قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ عَدَمُ التَّصْدِيقِ بِعُمُومِهِ، وَقَالَ عَلَى مَا أَعْطَاهُ عَقْلُهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ قَدْ مَاتَ يَرَاهُ الْحَيُّ فِي عَالَمِ الشَّاهِدِ؟ قَالَ :وَفِي قَوْلِ هَذَا الْقَوْلِ مِنَ الْمَحْذُورِ وَجْهَانِ خَطِرَانِ، أَحَدُهُمَا: عَدَمُ التَّصْدِيقِ لِقَوْلِ الصَّادِقِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى،

ওলামায়ে কেরামগণের মন্তব্য: সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখতে পাবে এ বক্তব্যেও ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন আলেমগণ। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো: আমাকে ক্বেয়ামতের দিন দেখবে। এ কথায় জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়, নির্দিষ্টকরণে কোন লাভ নেই। কেননা ক্বেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সব উম্মতই তাঁকে দেখতে পাবে। যে দেখেছে সেও দেখতে পাবে, আর যে দেখেনি সেও তাঁকে দেখতে পাবে। আবার কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় যে ঈমান এনেও ঐ সময়ে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে দেখতে পারে নি, এ কথায় তার জন্য শুভসংবাদ রয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্বে জাগ্রত অবস্থায় সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখবেই। অপর একদল বলেছেন, এ হাদীসের বাহ্যিক বা প্রকাশ্য অর্থই সুস্পষ্ট, পরিষ্কার; যে ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখল সে জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁকে দেখবেই। অর্থাৎ (এ দুনিয়াতে) নিজের কপালের দুচোখ দিয়েই তাঁকে দেখবে। আবার কেউ বলেছেন, অন্তরের চক্ষু দিয়ে দেখবে। এ দুটিমতের উল্লেখ করেছেন ক্বাজী আবু বকর ইবনে আল্ আরাবী ।

এদিকে আবু মুহাম্মদ জামারাহ তার কিতাব তায়লিক্বাত বা বোখারী শরীফ থেকে বাছাইকৃত হাদীসের পর্যালোচনা-সমীক্ষাগ্রন্থে এ হাদীসের আলোচনায় বলেছেন- এ হাদীস প্রমাণ করে; যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখল, সে অচিরেই তাঁকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখতে পাবে। এ দেখা কি আম (ব্যাপক-সার্বজনীন); যে তাঁর জীবদ্দশা ও মৃত্যু পরবর্তীতেও হবে, না শুধু জীবদ্দশায়ই হবে, তাকি সবার জন্যই নির্দ্ধারিত, না যারা তাকে স্বপ্নে দেখল শুধু তাদের জন্য, অথবা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং তাঁর সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারীগণের জন্যই সুনির্দিষ্ট? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তিটি (স্বপ্নে

দেখল বিধায় জগ্রত অবস্থায়ও দেখবে), আম বা ব্যাপক-সার্বজনীন, সবার জন্যই তা উন্মুক্ত। উক্তিটিতে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ হতে নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই যে ব্যক্তি এতে (ব্যক্তি ও সময়ের) সুনির্দিষ্টতার শর্তারোপ করে, সে স্বেচ্ছাচারী, বিপথগামী।

আবার কেউ কেউ পতিত হয়েছে হাদীসটির ব্যাপকতা নিয়ে অবিশ্বাসে। বলে থাকে, যাকে বিবেকে-বুদ্ধি প্রদান করা হয়েছে সে কীভাবে মেনে নিতে পারে যে, মৃত ব্যক্তিকে দৃশ্য জগতে (পৃথিবীতে) জীবিত দেখা যায়! তিনি বলেন, তাদের এ ভয়ঙ্কর উক্তির মধ্যে বিপদজনক দুটি দিক রয়েছে।

তার প্রথম দিলটি হল: সত্যবাদী নবী এর চিরসত্য কথা অবিশ্বাস করা। যিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজ হতে কিছুই বলতেন না। (শুধুমাত্র তিনি তাই বলতেন, যা অহীলব্ধ, আল্লাহ প্রদত্ত।)

দ্বিতীয় দিকটি হল:

وَالثَّانِي: الْجَهْلُ بِقُدْرَةِ الْقَادِرِ وَتَعْجِيزِهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ وَكَيْفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى} :اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى} [البقرة ٩٦: وَقِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْأَرْبَعِ مِنَ الطَّيْرِ، وَقِصَّةَ عُزَيْرٍ، فَالَّذِي جَعَلَ ضَرْبَ الْمَيِّتِ بِبَعْضِ الْبَقَرَةِ سَبَبًا لِحَيَاتِهِ، وَجَعَلَ دُعَاءَ إِبْرَاهِيمَ سَبَبًا لِإِحْيَاءِ الطُّيُورِ، وَجَعَلَ تَعَجُّبَ عُزَيْرٍ سَبَبًا لِمَوْتِهِ وَمَوْتِ حِمَارِهِ ثُمَّ لِإِحْيَائِهِمَا بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ - قَادِرٌ أَنْ يَجْعَلَ رُؤْيَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّوْمِ سَبَبًا لِرُؤْيَتِهِ فِي الْيَقَظَةِ،

দ্বিতীয় দিকটি হল: মহান আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ শক্তি এবং তাঁর প্রদত্ত মুয়জিযা সম্পর্কে অজ্ঞতা। যেন সে কখনো শুনেইনি সূরায়ে বাক্বারায় বর্ণিত ঘটনাটি, কত সুন্দর করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: আমরা তাকে বললাম, তুমি তার একটি অংশকে অপর একটি অংশ দিয়ে আঘাত করো, এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি। আর ইব্রাহীম (আ:)-এর চারটি পাখী সংক্রান্ত ঘটনা, হযরত উজাইর (আ)-এর ঘটনা; মৃতের উপর গাভীর গোস্তের টুকরার আঘাত তার জীবিত হবার কারণ ছিল। ইব্রাহীম (আ:) এর দুয়া পাখীর জীবিত হবার কারণ। এবং হযরত উজাইর (আ)-এর তাআজ্জুব বা বিস্ময়কে তাঁর ও তাঁর গাঁধার মৃত্যুর কারণ করেছিলেন। এ কারণেই শত বছর পর তাদেরকে জীবিতও

করেন। তিনি ক্ষমতাবান তার উপরও যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপনে দেখার কারণকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখার কারণ বানাতে পারেন। (জাগ্রত অবস্থায়ও দেখাতে পারেন।)

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَظُنُّهُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ فَتَذَكَّرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَبَقِيَ يُفَكِّرُ فِيهِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَظُنُّهَا ميمونة فَقَصَّ عَلَيْهَا قِصَّتَهُ، فَقَامَتْ وَأَخْرَجَتْ لَهُ مِرْآتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَنَظَرْتُ فِي الْمِرْآةِ فَرَأَيْتُ صُورَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَرَ لِنَفْسِي صُورَةً

কোন এক ছাহাবী হতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। আমার বিশ্বাস; তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:)। তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার পর এ হাদীসটি স্মরণ করলেন ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। এ অবস্থায়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক জীবনসঙ্গীনির- সম্ভবত তিনি মা মাইমুনা হবেন- নিকট গেলেন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপনে দেখা এবং হাদীসটি মনে পড়ার) বিষয়টি বর্ণনা করলেন। সাথে সাথে তিনি (মা মাইমুনা) দাড়িয়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ব্যবহৃত আয়নাটি বের করে এনে দিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, আমি আয়নাটির দিকে তাকাতেই দেখি-তাতে শুধু মাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চেহারা মুবারক দেখা যাচ্ছে। আমার চেহারা আমি তাতে দেখতে পেলাম না।

، قَالَ: وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ وَهَلُمَّ جَرًّا] عَنْ جَمَاعَةٍ] مِمَّنْ كَانُوا رَأَوْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّوْمِ وَكَانُوا مِمَّنْ يُصَدِّقُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَرَأَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْيَقَظَةِ وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ كَانُوا مِنْهَا مُتَشَوِّشِينَ فَأَخْبَرَهُمْ بِتَفْرِيجِهَا وَنَصَّ لَهُمْ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي مِنْهَا يَكُونُ فَرْجُهَا، فَجَاءَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ،

আরো বর্ণিত আছে, আমাদের পূর্বসুরী ও তাদের উত্তরাধিকারীদের হতে চলে আসা এমন ঘটনাবলী ঘটার বহু বিশুদ্ধ বর্ণনা। যারা তাঁকে (সা:) স্বপ্নে দেখেছেন এবং এ হাদীসটি বিশ্বাস করার কারণে পরে জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁকে দেখেছেন।

দর্শকগণ গোলযোগপূর্ণ জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাইতেন। তিনি তাঁদেরকে তা হতে নিষ্কৃতির কথা বলে দিতেন। বলে দিতেন কারণসমূহও যেভাবে তা থেকে তারা উদ্ধার পাবে। সেগুলো সেভাবেই ঘটতো যেভাবে তিনি (সা:) বলে দিতেন, তার বেশ-কম হতো না।

আবু মুহাম্মদ জামারাহ রাঃ মন্তব্য:

قَالَ :وَالْمُنْكِرُ لِهَذَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُصَدِّقَ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ يُكَذِّبَ بِهَا، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِهَا فَقَدْ سَقَطَ الْبَحْثُ مَعَهُ فَإِنَّهُ يُكَذِّبُ مَا أَثْبَتَتْهُ السُّنَّةُ بِالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ، وَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِهَا فَهَذِهِ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ لِأَنَّ الْأَوْلِيَاءَ يُكْشَفُ لَهُمْ بِخَرْقِ الْعَادَةِ عَنْ أَشْيَاءَ فِي الْعَالَمَيْنِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ عَدِيدَةٍ، فَلَا يُنْكِرُ هَذَا مَعَ التَّصْدِيقِ بِذَلِكَ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ،

তিনি (আবু মুহাম্মদ জামারাহ রাঃ) বলেন: এ বিষয়টির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখার কারণে জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁকে দেখা) অস্বীকার কারীরা আওলিয়ায়ে কেরামগণের কারামত হয়ত বিশ্বাস করে, নয়ত মিথ্যা বলে, তারা এ দু'দলের বাহিরে নয়। কারামাত অবিশ্বাস করলে তার সাথে এ প্রসঙ্গে আলোচনা বাত্বিল বা অপ্রাসাঙ্গিক হয়ে গেল। কেননা সে এমন বিষয়কে মিথ্যা বলে, যা শরীয়ত সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আর যদি সে অলিদের কারামাতে বিশ্বাসী হয়, তবে তাকে ঐ কথাই বলা হবে যে, আউলিয়ায়ে কেরামদের সামনে উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের স্বভাব বিরুদ্ধ অনেক কিছুই প্রতিভাত হয়, যেগুলো তুমি অবশ্যই বিশ্বাস কর। আর ঐগুলো বিশ্বাস করলে এটা জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা) অবিশ্বাস করা যায় না। কেননা দুটোই স্বভাব বিরুদ্ধ, অলৌকিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে জামারা (রাঃ)- এর কথা শেষ।

وَقَوْلُهُ: إِنَّ ذَلِكَ عَامٌّ وَلَيْسَ بِخَاصٍّ بِمَنْ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ وَالِاتِّبَاعُ لِسُنَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرَادُهُ وُقُوعُ الرُّؤْيَةِ الْمَوْعُودِ بِهَا فِي الْيَقَظَةِ عَلَى الرُّؤْيَةِ فِي الْمَنَامِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً تَحْقِيقًا لِوَعْدِهِ الشَّرِيفِ الَّذِي لَا يُخْلَفُ، وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ ذَلِكَ لِلْعَامَّةِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، فَلَا يَخْرُجُ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى يَرَاهُ

وَفَاءً بِوَعْدِهِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَتَحْصُلُ لَهُمُ الرُّؤْيَةُ فِي طُولِ حَيَاتِهِمْ إِمَّا كَثِيرًا وَإِمَّا قَلِيلًا بِحَسْبِ اجْتِهَادِهِمْ وَمُحَافَظَتِهِمْ عَلَى السُّنَّةِ، وَالْإِخْلَالُ بِالسُّنَّةِ مَانِعٌ كَبِيرٌ،

তার বক্তব্য: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখা) উহা আম-ব্যাপক, সার্বজনীন এবং যোগ্যতা ও সুন্নতের অনুসরণের সাথে শর্তযুক্ত, নির্দিষ্ট নয়। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো: স্বপনে দেখলে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে এ কৃত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই জীবনে একবার হলেও পূর্ণ হবে, তা তাঁর মহান প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণতকরণের নিরিত্তে, যার ব্যতিক্রম হতেই পারে না। এ প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত হয় সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে বেশীরভাগই দেখা যায় মৃত্যু লগ্নে। স্বপনে দেখা ব্যক্তির আত্মা দেহ হতে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথক হয় না, যতক্ষণ না সে তাঁকে (সা:) দেখতে পায় এবং এ দেখাই তাঁর ওয়াদা রক্ষার বিশ্বস্ততা। এদেরকে ছাড়া অন্যান্যরা (যোগ্যতা সম্পন্ন ও সম্পন্ন ও সুন্নাতের পুরোপুরি অনুসারীগণ) জীবনভর অল্প বিস্তর যে কোন মুহূর্তে তাঁকে দেখতেই থাকে; তাদের চেষ্টা-সাধনা ও সুন্নতের হেফাজত অনুযায়ী। অপর দিকে সুন্নত পতিপালনে ব্যর্থতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার পথে বিরাট বাঁধা।

হযরত মুত্বরিফ (রাঃ) এর ঘটনা

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مطرف قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتَرَكَ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مطرف قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ [فِيهِ] فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ، إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ،

ইমাম মুসলিম (রাঃ) তার ছহীহ মুসলিম শরীফে হযরত মুত্বরিফ (রাঃ) হতে হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইমরান ইবনে হোসাইন বললেন, ফেরেস্তারা আমাকে সেঁক নেবার পূর্ব পর্যন্ত সালাম দিত। সেঁক নেয়া আরম্ভ করার পর সালাম দেয়া বন্ধ করে দেয়। আমিও সেঁক নেয়া বন্ধ করলাম, তারাও পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো অর্থাৎ আবার সালাম দেয়া শুরু করলো। অন্য একটি সূত্রে হযরত মুত্বরিফ (রাঃ) হতেই ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি সঙ্কলন

করেছেন। তিনি বলেন, শেষ অসুস্থ অবস্থায় যখন তিনি (ইমরান রাঃ) ইন্তেকাল করেন, আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন: হে মুত্বরিফ! আমি আমার গোপন কথা তোমাকে অবহিত করছি। আমি মরে গেলে তুমি চাইলে তা প্রকাশ করতে পার, বেঁচে থাকলে করো না। তা হলো, (ফেরেস্তারা আমাকে) সব সময় সালাম জানায়।

قَالَ النووي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ كَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ فَكَانَ يَصْبِرُ عَلَى أَلَمِهَا، وَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاكْتَوَى وَانْقَطَعَ سَلَامُهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَ الْكَيَّ فَعَادَ سَلَامُهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي: فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي، أَرَادَ بِهِ الْإِخْبَارَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشَاعَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْفِتْنَةِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ،

ইমাম নববী (রাঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, তাঁর প্রথম হাদীসের মর্ম হলো; তাঁর (ইমরান রাঃ) অর্শ রোগ ছিল। যত দিন তিনি সেঁক না নিয়ে চরম ব্যথা-বেদনা সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করেছেন, ফেরেস্তাগন ততোদিন তাঁকে অবিরত সালাম জানাতে থাকে। সেঁক নেয়া আরম্ভ করলে পর সালাম দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। সেঁক নেয়া বন্ধ করার পর সালাম দান পুণরায় শুরু হয়।

আর দ্বিতীয় হাদীসের মর্ম হলো: আমার জীবদ্দশায় তা প্রকাশ করো না, অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ আমাকে সালাম দেয়। তিনি এটা তাঁর জীবিত থাকাবস্থায় প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেছেন। কেননা এতে তাঁর পরীক্ষার বা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা ছিল, যা মৃত্যুর পর থাকবে না।

وَقَالَ القرطبي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: يَعْنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِكْرَامًا لَهُ وَاحْتِرَامًا إِلَى أَنِ اكْتَوَى فَتَرَكَتِ السَّلَامَ عَلَيْهِ، فَفِيهِ إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ. انْتَهَى

শরহে মুসলিমে, ইমাম কুরতুবী (রাঃ) বলেন: সেঁক না নেয়া পর্যন্ত ফেরেস্তাগণের সালাম প্রদান ছিল; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান স্বরূপ এবং সেক নেবার পর বন্ধ হয়ে যাবার মধ্যে আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামত সত্য হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান।

وَأَخْرَجَ الحاكم فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: اعْلَمْ يَا مطرف أَنَّهُ كَانَتْ تُسَلِّمُ عَلَيَّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَأْسِي وَعِنْدَ الْبَيْتِ وَعِنْدَ بَابِ الْحُجْرَةِ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ ذَهَبَ ذَاكَ، قَالَ: فَلَمَّا بَرَأَ كَلَّمَهُ، قَالَ: اعْلَمْ يَا مطرف أَنَّهُ عَادَ إِلَيَّ الَّذِي كُنْتُ أَفْقِدُ، اكْتُمْ عَلَيَّ حَتَّى أَمُوتَ .فَانْظُرْ كَيْفَ حُجِبَ عمران عَنْ سَمَاعِ تَسْلِيمِ الْمَلَائِكَةِ لِكَوْنِهِ اكْتَوَى مَعَ شِدَّةِ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَيَّ خِلَافُ السُّنَّةِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ: لَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنِ الْكَيِّ عَلَى طَرِيقِ التَّحْرِيمِ لَمْ يَكْتَوِ عمران مَعَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ، غَيْرَ أَنَّهُ رَكِبَ الْمَكْرُوهَ فَفَارَقَهُ مَلَكٌ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَحَزِنَ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَادَ إِلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. انْتَهَى

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে মুত্বরিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইমরান ইবনে হোসাইন সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন। এবং সূত্রটিকে তিনি ছহীহও বলেছেন তিনি বলেন, হে মুত্বরিফ! বিশ্বাস করো, ফেরেস্তারা আমাকে সালাম জানায় আমার কাছ থেকে, বাড়ীতে, কামরার দরজায়। যখন সেঁক নেয়া শুরু করলাম তা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি যখন সেঁক নেয়া থেকে বিরত হলেন, তাকে বললেন, হে মুত্বরিফ! বিশ্বাস করো- তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে অর্থাৎ পূর্বের মত সালাম জানাচ্ছে। আমার মৃত্যু পর্যন্ত তা গোপন রেখো। চিন্তা করে দেখুন, কিভাবে পর্দা পড়ে গেল হযরত ইমরান ও ফেরেস্তাদের সালাম শ্রবণের মধ্যে। যদিও তিনি অতি প্রয়োজনে বিপদে পড়ে তা গ্রহণ করেছেন। কেননা সেঁক নেয়া সুন্নতের পরিপন্থী নয়। আর ইমাম বায়হাক্বী তাঁর শুআবুল ঈমানে উল্লেখ করেছেন: যদি সেঁক নেয়া হারাম হত তবে ইবনে হোসাইন হারাম জানা সত্তে তা কখনো নিতেন না। বরং তিনি এ মাকরূহ কাজটি করার ফেরেস্তারা সালাম প্রদান হতে দূরে সরে গেল। এতে তিনি এ মাকরূহ কাজটি করার কারণে ফেরেস্তারা সালাম প্রদান হতে দূরে সরে গেল। এতে তিনি চিন্তিত হলেন আর এ মন্তব্য করলেন। তারপর তিনি তা ছেড়ে দিলে ফেরেস্তারাও তাকে আমৃত্যু সালাম জানাতে থাকল।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

وَقَالَ ابن الأثير فِي النِّهَايَةِ: يَعْنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلَمَّا اكْتَوَى بِسَبَبِ مَرَضِهِ تَرَكُوا السَّلَامَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَيَّ يَقْدَحُ فِي التَّوَكُّلِ وَالتَّسْلِيمِ إِلَى اللهِ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يُبْتَلَى بِهِ الْعَبْدُ، وَطَلَبُ الشِّفَاءِ مِنْ عِنْدِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ قَادِحًا فِي جَوَازِ الْكَيِّ، وَلَكِنَّهُ قَادِحٌ فِي التَّوَكُّلِ وَهِيَ دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ وَرَاءَ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ، وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تُصَافِحُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَتَّى اكْتَوَى فَتَنَحَّتْ عَنْهُ، وَأَخْرَجَ أبو نعيم فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ: مَا قَدِمَ عَلَيْنَا الْبَصْرَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَفْضَلُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ سَنَةً تُسَلِّمُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ جَوَانِبِ بَيْتِهِ.

এবং ইবনুল আছীর (রাঃ) তাঁর নিহায়াহ কিতাবে বলেছেন; ফেরেস্তারা তাকে সালাম জানাতো। কিন্তু তিনি যখন কঠিন রোগের কারণে সেঁক নেয়া আরম্ভ করলেন, তারা সালাম প্রদান বন্ধ করে দিল। কেননা সেঁক নেয়া পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ও শর্তহীন আত্মসমর্পণ এবং ধৈর্যের ভিতরে ক্ষতের সৃষ্টি করে। সে সবের মধ্যে মানুষ অনিচ্ছায় পতিত হয়। যা সরাসরি আল্লাহর কাছে আরোগ্য কামনা নয়। সেঁক জায়েয হওয়ার বিষয়ে তা ক্ষতিকরও নয়। তবে তা পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলের উপর ক্ষতিকারক। এটা হলো উচ্চস্তর। সরাসরি উপায়-উপকরণ গ্রহণের উর্ধ্বে।

ত্ববাক্বাত কিতাবে ইবনে সায়দ (রা:) হযরত ক্বাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, ফেরেস্তাগণ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা:)-এর সাথে তাঁর সেঁক গ্রহণের আগ পর্যন্ত মুছাফাহা (হাত মেলাতেন) করতো। সেঁক গ্রহণের পর মুছাফাহা ছেড়ে দিলো।

আবু নাঈম তাঁর দালায়েলু নুবুওয়াত কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামেগণের মধ্যে ইমরান ইবনে হোসাইনের চেয়ে উত্তম কেউ বছরা নগরীতে আগমন করেন নি। তিরিশ বৎসর ফেরেস্তাগণ তাঁকে সালাম প্রদান করেছেন।

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وأبو نعيم، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ عَنْ غزالة قَالَتْ: كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نَكْنُسَ الدَّارَ، وَنَسْمَعُ: السَّلَامُ

عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَلَا نَرَى أَحَدًا، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا تَسْلِيمُ الْمَلَائِكَةِ.

ইমাম তিরমিজি তাঁর ইতহাস গ্রন্থ, এবং আবু নাঈম ও বায়হাক্বী তাদের দালায়েলু নুবুওয়াত গ্রন্থে গাজালা হতে বর্ণনা করেছেন; সে বলেছে যে, ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) আমাকে বাড়ী ঝাড়ু দিতাম আর "আস্‌সালামু আলাইকুম আস্‌সালামু আলাইকুম" শুনতাম। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেতাম না। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন, তা হলো ফেরেস্তাদের সালাম।

وَقَالَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ الْمُنْقِذِ مِنَ الضَّلَالِ: ثُمَّ إِنِّي لَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الْعُلُومِ أَقْبَلْتُ بِهِمَّتِي عَلَى طَرِيقِ الصُّوفِيَّةِ وَالْقَدْرُ الَّذِي أَذْكُرُهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ ابْنِي، عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَّ الصُّوفِيَّةَ هُمُ السَّالِكُونَ لِطُرُقِ اللهِ خَاصَّةً، وَأَنَّ سَيْرَهُمْ وَسِيرَتَهُمْ أَحْسَنُ السِّيَرِ، وَطَرِيقَهُمْ أَحْسَنُ الطُّرُقِ، وَأَخْلَاقَهُمْ أَزْكَى الْأَخْلَاقِ، بَلْ لَوْ جُمِعَ عَقْلُ الْعُقَلَاءِ وَحِكْمَةُ الْحُكَمَاءِ وَعِلْمُ الْوَاقِفِينَ عَلَى أَسْرَارِ الشَّرْعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِيُغَيِّرُوا شَيْئًا مِنْ سِيَرِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَيُبَدِّلُوهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَجِدُوا إِلَيْهِ سَبِيلًا، فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَوَاهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهِمْ مُقْتَبَسَةٌ [مِنْ نُورِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ] وَلَيْسَ وَرَاءَ نُورِ النُّبُوَّةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ - إِلَى أَنْ قَالَ: حَتَّى إِنَّهُمْ وَهُمْ فِي يَقَظَتِهِمْ يُشَاهِدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَأَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا وَيَقْتَبِسُونَ مِنْهُمْ فَوَائِدَ ثُمَّ يَتَرَقَّى الْحَالُ مِنْ مُشَاهَدَةِ الصُّوَرِ وَالْأَمْثَالِ إِلَى دَرَجَاتٍ يَضِيقُ عَنْهَا نِطَاقُ النُّطْقِ، هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

ইমাম গাজ্জালী রহ. এর বক্তব্য

হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ আলগাজ্জালী তাঁর স্বপ্রণীত আলমুনক্বিজ মিনাদ্ব দ্বলাল" কিতাবে বলেছেন: আমি সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর, ছুফিদের মত-পথের দিকে আমার সর্বশক্তি নিয়ে মনোনিবেশ করলাম। তন্মধ্যে শুধু মাত্র এটুকুই বলতে চাই যেটুকু দিয়ে উপকৃত হওয়া যায় আমি দৃঢ়ভাবে ইয়াক্বীনের সাথে বিশ্বস করি। ছুফিগণই আল্লাহ তাআলার পথ অবলম্বনকারী বিশেষ বৈশিষ্টের

অধিকারী। তাঁদেও স্বভাব-চরিত্র ও জীবন চরিত, সর্বোত্তম জীবন চরিত। তাঁদের পথ সব পথের সেরা পথ। তাঁরা অতি পূত-পবিত্র। অধিকন্তু; বুদ্ধিজীবীদের বিদ্যা-বুদ্ধি, পন্ডিতদের কলা-কৌশল ও দার্শনিকদে দর্শন-প্রজ্ঞা, শরীআতের উচ্চমার্গে সুউচ্চ আসনে সমাসীন ওলামাগনের সূক্ষ্ম পর্যালোচনার যোগ্যতা-দক্ষতা-অভিজ্ঞতা একত্রিত করেও যদি ছুফিদের আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্রের সামান্যও পরিবর্তন করতে সক্ষম হতো, তা হলে তারা তা করেও ফেলতো। তাদের নীতি-আদর্শের চেয়ে শ্রেয় কিছু দিতে পারলে তা দিয়ে বদল করে নিত। এ ধরনের কোন পথই তারা পায় নি। কেননা তাদের প্রতিটি গতি-স্থিতি, সকল প্রকাশ্য গোপন ক্রিয়া-কর্ম শরীয়ত সমর্থিত ও কষ্টি পাথরে যাচাই বাছাই করে গৃহীত। তাঁদের সব কিছুই নবুওয়াতের নূর হতে আচরিত। আর নবুওয়াতের নূর বা আলো ব্যতিত মাটির পৃথিবীতে আলোকিত হবার জন্য আর কোন আলোও নেই। এ সম্পর্কিত আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন: তাঁরা (ছুফীগণ) জাগ্রত অবস্থায় দেখেন-ফেরেস্তা, নবীগণের রূহ, শুনেন তাঁদের কথা-বার্তা। গ্রহণ করেন তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের সূক্ষ্ম সুন্দরতর সমাধান, প্রতিবিধান। তাদের (আত্মিক) অবস্থা, উন্নত স্তর থেকে উন্নততর হতেই থাকে-তা ছুরত (আকার-আকৃতি) ও আমছাল (প্রবাদ-প্রবচন, উপমা) স্তর অতিক্রম করে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে উন্নীত হয় যা ভাষার আয়ত্বে প্রকাশ করা সুকঠিনই নয় অসম্ভবও বটে। এ হলো ইমাম গাজ্জালীর বক্তব্য।

ক্বাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীর রহ.বক্তব্য

وَقَالَ تِلْمِيذُهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ فِي كِتَابِ قَانُونِ التَّأْوِيلِ: ذَهَبَتِ الصُّوفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ لِلْإِنْسَانِ طَهَارَةُ النَّفْسِ فِي تَزْكِيَةِ الْقَلْبِ وَقَطْعُ الْعَلَائِقِ وَحَسْمُ مَوَادِ أَسْبَابِ الدُّنْيَا مِنَ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَالْخُلْطَةِ بِالْجِنْسِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْكُلِّيَّةِ عِلْمًا دَائِمًا وَعَمَلًا مُسْتَمِرًّا كُشِفَتْ لَهُ الْقُلُوبُ وَرَأَى الْمَلَائِكَةَ وَسَمِعَ أَقْوَالَهُمْ وَاطَّلَعَ عَلَى أَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَمِعَ كَلَامَهُمْ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ عِنْدِهِ: وَرُؤْيَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَسَمَاعُ كَلَامِهِمْ مُمْكِنٌ لِلْمُؤْمِنِ كَرَامَةً وَلِلْكَافِرِ عُقُوبَةً .انْتَهَى،

আর তাঁর ছাত্র মালিকী মযহাবের ইমামগণের একজন, ক্বাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী, ক্বানুনুত তাবীল কিতাবে বলেছেন; ছুফিগণের বিশ্বাস-মানুষ যখন তার কুপ্রবিত্তিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, আত্মাকে পূত-পবিত্র, (আল্লাহ প্রাপ্তির) পথের

বাঁধা- বিপত্তি দূর ও পার্থিব উপায়-উপকরণ তথা খ্যাতি-যশ, লোভ-লালসার মূলোৎপাটন করে, মানুষের সাথে মেলা-মেশা কমিয়ে পরিপূর্ণ আল্লাহভিমুখী হয় সব সময় ইলম অর্জনে ও আমলে নিমগ্ন থাকে, তখন তাঁর (অন্তরের নির্মলতাস সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ-দর্শন) হাসিল হয়। সে দেখতে পায় ফেরেস্তাদেরকে, শুনতে পায় তাদেও কথা-বার্তা, অবগত হয় নবীগণের রূহের অবস্থান, অবস্থা ও তাঁদে আলাপ- আলোচনা, দিক নির্দেশনাও জ্ঞাত হয়। অতৎপর তিনি আরো বলেন আম্বিয়া (আঃ)-গণকে ও ফেরেস্তাদেরকে দেখা ও তাদের কথা-বার্তা শ্রবণ মুমিনের জন্য প্রতিটি কারামত (অলৌকিক ঘটনা) ও কাফেরের জন্য শাস্তি স্বরূপ।

শাইখ ইজ্জুদ্দীন আবদুস্ সালাম রহ. এর বক্তব্য

قَالَ الشَّيْخُ عز الدين بن عبد السلام فِي الْقَوَاعِدِ الْكُبْرَى: وَقَالَ ابن الحاج الْمَدْخَلِ: رُؤْيَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَقَظَةِ بَابٌ ضَيِّقٌ وَقَلَّ نْ يَقَعُ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى صِفَةٍ عَزِيزٌ وُجُودُهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ بَلْ دِمَتْ غَالِبًا، مَعَ أَنَّنَا لَا نُنْكِرُ مَنْ يَقَعُ لَهُ هَذَا مِنَ الْأَكَابِرِ الَّذِينَ حَفِظَهُمُ لَهُ فِي ظَوَاهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهِمْ، قَالَ: وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ رُؤْيَةَ نَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَقَظَةِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: الْعَيْنُ الْفَانِيَةُ تَرَى الْعَيْنَ الْبَاقِيَةَ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دَارِ الْبَقَاءِ وَالرَّائِي دَارِ الْفَنَاءِ، وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أبو محمد بن أبي جمرة يَحِلُّ هَذَا الْإِشْكَالَ رُدُّهُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ يَرَى اللَّهَ وَهُوَ لَا يَمُوتُ، وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَمُوتُ فِي يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً. انْتَهَى.

শাইখ ইজ্জুদ্দীন আবদুস্ সালাম আলক্বাওয়ায়েদুল কুবরা কিতাবে এবং ইব হাজ্জ আলমাদখাল কিতাবে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখার ক্ষেত্রটি খুবই সঙ্কীর্ণ, কষ্টসাধ্য। আর তা অ অল্প সংখ্যক, ঐ সব ব্যক্তি- বর্গের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, যাদের স্বভাব-চরি নিষ্কলুষ-পবিত্র। বর্তমানে দুস্প্রাপ্য, নাই বললেই চলে। তারপরও আমরা উ শ্রেণির যাদের ভিতর-বাহির আল্লাহ তাআলা নিজেই হেফাজত করেন, তা ব্যাপারে এ বিষয়টি (জাগ্রত অবস্থায় দেখাকে) অস্বীকার করি না। তিনি আ

বলেন: কিছু জাহিরি আলেম জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা অস্বীকার করে থাকে এ বাহানায় যে, আইনে বাক্বীয়াকে (স্থিতিশীল, চিরস্থায়ী চক্ষুকে) আইনে ফানী (ধ্বংসশীল, ক্ষণস্থায়ী চক্ষু) দেখতে পারে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমানে স্থিতিশীল জগতে আর দর্শক ধ্বংসশীল জগতে। সাইয়্যেদী আবু মুহাম্মদ আবু জামারা এ জটিল সন্দেহপূর্ণ বিষয়টির অতি সুন্দর সহজ সমাধান দিয়ে তাদের অহেতুক বিতর্ক এ বলে খন্ডন করেছেন যে, মুমিন মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলাকে দেখবে, তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন। আর মুমিনের প্রত্যেকেই মরণশীল। তাদের কেউতো দিনে সত্তর বারও মারা যায়। (সুতরাং) বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীকে দেখা যাবে না বলা অবাস্তব।)

وَقَالَ الْقَاضِي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي فِي كِتَابِ تَوْثِيقِ عُرَى الإِيمَانِ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ: الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ مَا قُبِضُوا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ، وَقَدْ رَأَى نَبِيُّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ جَمَاعَةً مِنْهُمْ، وَأَخْبَرَ - وَخَبَرُهُ صِدْقٌ - أَنَّ صَلَاتَنَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَّ سَلَامَنَا يَبْلُغُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ، قَالَ الْبَارِزِيُّ :وَقَدْ سُمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فِي زَمَانِنَا وَقَبْلِهِ أَنَّهُمْ رَأَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَقَظَةِ حَيًّا بَعْدَ وَفَاتِهِ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْبَيَانِ نَبَأُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ الدِّمَشْقِيِّ فِي نَظِيمَتِهِ .انْتَهَى،

ক্বাযী শরফুদ্দীন হেবাতুল্লাহ আলবারেজী রহ.এর বক্তব্য

আর ক্বাযী শরফুদ্দীন হেবাতুল্লাহ আলবারেজী তাওছিকু আরিয়াল ঈমান কিতাবে বলেছেন যে, ইমাম বায়হাক্বী রহ. আল-ইয়তিক্বাদ কিতাবে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন: আম্বিয়া (আঃ)-গণের রূহ ক্ববজ করার পর আবার তাঁদেরকে ফেরৎ দিয়ে দেয়া হয়, সুতরাং তাঁরা তাঁদের রবের কাছে শুহাদায়ে কেরামের মতোই জীবিত আছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজ রজনীতে পূর্ববর্তী নবীগণের সবাইকেই দেখেছেন। এ সংবাদ তিনি জানিয়েও দিয়ে গেছেন। তাঁর সংবাদ হক্ব, চির সত্য। আমাদের দরূদ ও সালাম তাঁর সামনে পেশ করা হয়, পৌঁছানো হয়। এবং আল্লাহ তাআলা নবীগণের জাসাদ

(দেহ মুবারক) হতে সামান্যতমও আহার করা মাটির জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। আর ইমাম বারেজী রহ. বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে জানা যায় যে, বর্তমান ও বিগত দিনের একদল অলি আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর তিরোধানের পর অবশ্যই জাগ্রত অবস্থায় জীবিত দেখেছেন। তিনি আরো বলেন, শাইখুল ইমাম, শাইখুল ইসলাম আবুল বয়ান নাবাআ ইবনে মুহম্মদ ইবনে দামেশক্বী তার কবিতায় এ বিষয়টির উল্লেখও করেছেন। তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত।

وَقَالَ الشَّيْخُ أكمل الدين البابرتي الحنفي فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ فِي حَدِيثِ (مَنْ رَآنِي) : الِاجْتِمَاعُ بِالشَّخْصَيْنِ يَقَظَةً وَمَنَامًا لِحُصُولِ مَا بِهِ الِاتِّحَادُ، وَلَهُ خَمْسَةُ أُصُولٍ: كُلِّيَّةُ الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّاتِ، أَوْ فِي صِفَةٍ فَصَاعِدًا، أَوْ فِي حَالٍ فَصَاعِدًا، أَوْ فِي الْأَفْعَالِ، أَوْ فِي الْمَرَاتِبِ، وَكُلُّ مَا يُتَعَقَّلُ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ، وَبِحَسْبِ قُوَّتِهِ عَلَى مَا بِهِ الِاخْتِلَافُ وَضَعْفِهِ يَكْثُرُ الِاجْتِمَاعُ وَيَقِلُّ، وَقَدْ يَقْوَى عَلَى ضِدِّهِ فَتَقْوَى الْمَحَبَّةُ بِحَيْثُ يَكَادُ الشَّخْصَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْعَكْسِ، وَمَنْ حَصَّلَ الْأُصُولَ الْخَمْسَةَ وَثَبَتَتِ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْوَاحِ الْكُمَّلِ الْمَاضِينَ اجْتَمَعَ بِهِمْ مَتَى شَاءَ،

শাইখ আকমালুদ্দীন আলবাবুরতী আলহানাফীর বক্তব্য

এবং শাইখ আকমালদ্দীন আলবাবুরতী আল হানাফী শরহিল মাশারেক কিতাবে উল্লেখ করেছেন: যে ব্যক্তি আমাকে দেখল এ হাদীসের মর্ম হলো, দু ব্যক্তির মাঝে ঐক্য-সখ্য-একাত্বতার ভিত্তিতে জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় মিলিত হওয়া। তা পাঁচটি মৌল-ঐক্য বা সামঞ্জস্যতার অংশীদারিত্ব মূলক হতে পারে। আর সে সামঞ্জস্যতা; ১. সত্তা, ২. গুণ, ৩. অবস্থা, ৪. কর্ম ও ৫. স্তরগত হতে পারে। হতে পারে । আর সে সামঞ্জস্যতা: কম। আর তা দু বা ততোধিক বস্তু বা বিষয়াদির মিল এ পাঁচ প্রকারের বাইরে নয়। এসব হওয়ার আধিক্যতা ও স্বল্পতা। অতএব বৃদ্ধি পায়, সুদৃঢ় হয় মহব্বত ও ভালবাসা তারপর দুজন আর আলাদা হতে পারে না। কখনো কখনো হয় এর বিপরীত। যার মধ্যে এ পাঁচটি বিষয়-সত্তা, গুণ, অবস্থা, কর্ম ও স্তরগত যোগসূত্র অর্জিত হয়, সে তার পূর্ববর্তী এ পাঁচটি গুণের অধিকারী আত্মার সাথে যখন চায় তখনই মিলিত হতে পারে।

শাইখ সুফী উদ্দীন আবুল মনছূর রহ. এর বক্তব্য

ل الشَّيْخُ صفي الدين بن أبي المنصور فِي رِسَالَتِهِ، وَالشَّيْخُ عفيف الدين
فعي فِي رَوْضِ الرَّيَاحِينِ: قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ قُدْوَةُ الشُّيُوخِ الْعَارِفِينَ وَبَرَكَةُ
ل زَمَانِهِ أبو عبد الله القرشي: لَمَّا جَاءَ الْغَلَاءُ الْكَبِيرُ إِلَى دِيَارِ مِصْرَ،
هْتُ لِأَنْ أَدْعُوَ، فَقِيلَ لِي: لَا تَدْعُ، فَمَا يُسْمَعُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ
ءٌ، فَسَافَرْتُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَى قَرِيبِ ضَرِيحِ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ
لَامُ - تَلَقَّانِي الْخَلِيلُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ ضِيَافَتِي عِنْدَكَ الدُّعَاءَ
لِ مِصْرَ، فَدَعَا لَهُمْ فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ،

শাইখ সুফী উদ্দীন আবুল মনছূর রহ. তাঁর ছোট্র পুস্তিকায় এবং শাইখ আফি
উদ্দীন তাঁর রওদ্বুর রাইয়াহীন" কিতাবে উল্লেখ করেছেন: শাইখুল কা
কুদওয়াতুশ শুয়ূখ অলআরেফীন তৎকালীন অধিবাসীদের জন্য বরকত, আ
আব্দুল্লাহ আলকুরাশী বলেন, মিসরে যখন দ্রব্যমূল্যেও উর্ধ্বগতির কারণে চ
দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন, আমি দুয়া করতে চাইলে পর আমাকে বলা হলো;
ব্যাপারে তোমাদের কারোর দুয়াই ক্ববুল হবে না। তাই আমি শ্যাম (সিরিয়া
দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি যখন ইব্রাহীন খলীল (আঃ)-এর ক
শরীফের নিকটবর্তী হলাম, তখই ইব্রাহিম খলীল (আঃ)- এর সাথে আমার সাক্ষ
হল। আমি তাঁর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল (আঃ) ! আম
মেহমানদারী হউক আপনার পক্ষ হতে মিসরবাসীদের জন্য দুয়া। ....দুয়া ক
মাত্রই তাদের দুর্ভিক্ষ আল্লাহ তাআলা দূর করে দিলেন।

ইমাম ইয়াফেঈ রহ. এর বক্তব্য

ل اليافعي: وَقَوْلُهُ: تَلَقَّانِي الْخَلِيلُ، قَوْلٌ حَقٌّ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ بِمَعْرِفَةِ مَا
دُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي يُشَاهِدُونَ فِيهَا مَلَكُوتَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
نْظُرُونَ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءً غَيْرَ أَمْوَاتٍ كَمَا نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْأَرْضِ، وَنَظَرَهُ أَيْضًا هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
السَّمَاوَاتِ وَسَمِعَ مِنْهُمْ مُخَاطَبَاتٍ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَا جَازَ لِلْأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً
ازَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةً بِشَرْطِ عَدَمِ التَّحَدِّي. انْتَهَى.

ইমাম ইয়াফেঈ রহ. বলেন, তিনি যে বলেছেন: ইব্রাহীম খলীল (আঃ)- এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁর এ কথা হক্ব, সত্য। নির্বোধ জাহেল ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁদের (আল্লাহর ওলিগণের) উপর এমন হালও আপতিত হয় যে- তারা নভোমন্ডল-ভূমন্ডলের সব কিছুই তখন দেখতে পান। তাঁরা দেখতে পান নবীগণকে মৃত নয়, জীবিত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজ রজনীতে হযরত মূসা (আঃ)-কে একবার পৃথিবীতে দেখতে পেয়েছেন। আবার তাঁকে ও অন্যান্য একদল নবীকে দেখতে পেয়েছেন বিভিন্ন আকাশে। তাঁদের সাথে কথোপকথনও হয়েছে। আর প্রমাণিত সত্য; আম্বিয়া (আঃ)- গণের জন্য যা যা মু'জিযা হিসেবে সংঘটিত হয়েছিল, অলী আল্লাহগণের জন্যও কারামাত হিসেবে ঐ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় হতে থাকবে। তবে তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক নয়।

শাইখ সিরাজ উদ্দীন ইবনে মিলকন রহ. এর বক্তব্য

وَقَالَ الشَّيْخُ سراج الدين بن الملقن فِي طَبَقَاتِ الْأَوْلِيَاءِ: قَالَ الشَّيْخُ عبد القادر الكيلاني: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ لِمَ لَا تَتَكَلَّمُ؟ قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ أَنَا رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ كَيْفَ أَتَكَلَّمُ عَلَى فُصَحَاءِ بَغْدَادَ؟ فَقَالَ: افْتَحْ فَاكَ، فَفَتَحْتُهُ، فَتَفَلَ فِيهِ سَبْعًا وَقَالَ: تَكَلَّمْ عَلَى النَّاسِ وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَجَلَسْتُ وَحَضَرَنِي خَلْقٌ كَثِيرٌ فَارْتُجَّ عَلَيَّ، فَرَأَيْتُ عَلِيًّا قَائِمًا بِإِزَائِي فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ لِمَ لَا تَتَكَلَّمُ؟ قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ قَدِ ارْتُجَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: افْتَحْ فَاكَ، فَفَتَحْتُهُ فَتَفَلَ فِيهِ سِتًّا، فَقُلْتُ: لِمَ لَا تُكْمِلُهَا سَبْعًا؟ قَالَ: أَدَبًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَارَى عَنِّي فَقُلْتُ: غَوَّاصُ الْفِكْرِ يَغُوصُ فِي بَحْرِ الْقَلْبِ عَلَى دُرَرِ الْمَعَارِفِ فَيَسْتَخْرِجُهَا إِلَى سَاحِلِ الصَّدْرِ فَيُنَادِي عَلَيْهَا تُرْجُمَانُ اللِّسَانِ فَتَشْتَرِي بِنَفَائِسِ أَثْمَانِ حُسْنَ الطَّاعَةِ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ،

ত্ববাক্বাতুল আওলিয়া কিতাবে শাইখ সিরাজ উদ্দীন ইবনে মিলকন উল্লেখ করেছেন; হযরত আব্দুল ক্বাদীর জিলানী (রাঃ) বলেছেন যে আমি একবার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জোহরের পূর্বে দেখতে পাই। তিনি (স:) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন- হে আমার প্রিয় বৎস ! তুমি ওয়াজ-নছীহত করনা কেন ? উত্তরে আরজ করলাম, হে আমার অভিভাবক ! আমি অনারব বাগদাদের বিশুদ্ধ আরববাসীদের সামনে কীভাবে ওয়াজ-নছীহত করব? তিনি বললেন, হাঁ করো। আমি হাঁ করলাম। তিনি আমার মুখে সাঁতবার থুথু দিলেন আর নির্দেশ দিলেন, মানুষের সামনে আলোচনা করো এবং তোমার রবের পথে ডাকো, কৌশলের সাথে, সুন্দরতর উপদেশ দ্বারা। তারপর আমি জোহরের নামাজ আদায় করে বসে গেলাম। আমার কাছে অসংখ্য লোক উপস্থিত হলো এতো অধিক সংখ্যক লোক সমাগম দেখে অস্থিরতা অনুভব করলাম হঠাৎ দেখতে পাই, হযরত আলী (রাঃ) আমার পাশে সভাস্থলে উপস্থিত। তিনি বললেন: হে আমার আদরের বেটা ! তুমি ওয়াজ করা শুরু করছো না কেন ? বললাম, হে শ্রদ্ধেয় পিতা ! ভয় ভয় লাগছে। তিনি বললেন, হাঁ করো। হাঁ করলাম, তিনি ছয়বার থুথু দিলেন। জানতে চাইলাম, সাঁতবার পূর্ণ না করার হেতু কী ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তা করিনি। তিনি আমা হতে আত্মগোপন করলেন। আমি বলতে লাগলাম ভাবডুবুরী হৃদয় সমুদ্র ডুব দিয়ে মণি-মুক্তা আহরণ করে বুকের কিনারে তুলে নিয়ে আসে। আর তা জিহ্বা ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করে। তুমি তা অমূল্য মাসুল দিয়ে খরিদ কর। অতি উত্তম আনুগত্য। আল্লাহর ঘরে আল্লাহ তাআলাই তাঁর জিকির করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَقَالَ أَيْضًا فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ خليفة بن موسى النهرملكي: كَانَ كَثِيرَ الرُّؤْيَةِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَظَةً وَمَنَامًا فَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ أَكْثَرَ أَفْعَالِهِ مُتَلَقَّاةٌ مِنْهُ بِأَمْرٍ مِنْهُ إِمَّا يَقَظَةً وَإِمَّا مَنَامًا، وَرَآهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، قَالَ لَهُ فِي إِحْدَاهُنَّ: يَا خليفة لَا تَضْجَرْ مِنِّي، كَثِيرٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ مَاتَ بِحَسْرَةِ رُؤْيَتِي، وَقَالَ الكمال الأدفوي فِي الطَّالِعِ السَّعِيدِ فِي تَرْجَمَةِ الصفي أَبِي عبد الله محمد بن يحيى الأسواني نَزِيلِ أَخْمِيمَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي يحيى بن شافع: كَانَ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ وَلَهُ مُكَاشَفَاتٌ وَكَرَامَاتٌ كَتَبَ عَنْهُ ابن دقيق العيد، وابن النعمان، والقطب العسقلاني، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَجْتَمِعُ بِهِ.

তিনি শাইখ ইবনে মূসা আন্নাহার মালিকী (রাঃ)-এর জীবনীতে আরও উল্লেখ করেছেন যে, জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে খুব বেশী বেশী দেখতেন। তাঁর বেশীরভাগ আমলই সরাসরি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মত হতো। চাই সে নির্দেশ জাগ্রত অবস্থায় দেয়া হউক বা স্বপ্নযোগে দেয়া হউক। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক রাতেই সতের বার দেখেছেন। একবার তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার অধিক দর্শন দানে বিরক্তিবোধ করো না। আমাকে দেখার আক্ষেপ নিয়েতো বহু অলি ইন্তিকাল করে গেছেন।

আত্ত্বালিইস্ সাঈদ কিতাবে আল্-আদফুবী; আছছাফী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-আস্ওয়ানী, যিনি আখমীমের বাসিন্দা ও আবু ইয়াহ্ইয়া ইবনে শাফিঈ এর শাগরিদদের একজন, তাঁর জীবন চরিত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সততা, ধর্মপরাণতায় ছিলেন সুবিখ্যাত। তাঁর ছিল অনেক কাশ্‌ফ ও কারামাত । তাঁর নিকট থেকে অনেক কাশ্‌ফ ও কারামাত লিপিবদ্ধ করেছেন,- ইবনে দাক্বীক্ব আল-ঈদ ইবনে নু'মান ও কুতুব আল্-আসক্বালীন। তিনি বলতেন যে, আমি সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি ও তাঁর (সা.) সাথে একত্রিত হই।

শাইখ আবদুল গাফ্‌ফার ইবনে নূহ আল-কুছী রহ. এর বক্তব্য

وَقَالَ الشَّيْخُ عبد الغفار بن نوح القوصي فِي كِتَابِهِ الْوَحِيدِ: مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْخِ أَبِي يحيى أبو عبد الله الأسواني الْمُقِيمُ بِأَخْمِيمَ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّهُ يَرَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كُلِّ سَاعَةٍ حَتَّى لَا تَكَادُ سَاعَةٌ إِلَّا وَيُخْبِرُ عَنْهُ.

আখমীমের বাসিন্দা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল আল-আস্ওয়ানীর শাগরিদদের অন্যতম, শাইখ আবদুল গাফ্‌ফার ইবনে নূহ আল-কুছী; তাঁর আলওয়াহীদ কিতাবে বলেছেন: তিনি (মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া রাঃ) আমাদেরকে বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি প্রতি মুহূর্তেই দেখে থাকেন। আর দেখার পরপর আমাদেরকে অবগত করতেন।

শাইখ আবুল আব্বাস মারাসী রহ. এর ঘটনা

وَقَالَ فِي الْوَحِيدِ أَيْضًا: كَانَ لِلشَّيْخِ أَبِي العباس المرسي وُصْلَةٌ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَيُجَاوِبُهُ إِذَا تَحَدَّثَ مَعَهُ

আলওয়াহীদে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, শাইখ আবুল আব্বাস মারাসীর সাথে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সার্বক্ষণিক

যোগাযোগ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম জানালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সালামের উত্তর দিতেন। আর কোন বিষয় জানার থাকলে কথা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তা বলে দিতেন।

শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আত্বা উল্লাহ রহ.এর বক্তব্য

وَقَالَ الشَّيْخُ تاج الدين بن عطاء الله فِي لَطَائِفِ الْمِنَنِ، قَالَ رَجُلٌ لِلشَّيْخِ أَبِي العباس المرسي: يَا سَيِّدِي صَافِحْنِي بِكَفِّكَ هَذِهِ فَإِنَّكَ لَقِيتَ رِجَالًا وَبِلَادًا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا صَافَحْتُ بِكَفِّي هَذِهِ إِلَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَالَ الشَّيْخُ: لَوْ حُجِبَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَرْفَةَ عَيْنٍ مَا عَدَدْتُ نَفْسِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

আর শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আত্বা উল্লাহ লাইত্বফুল মানানে উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি শাইখ আবুল আব্বাস মারাসী (রাঃ)-কে বললেন; ইয়া সাইয়্যেদী! আপনি আপনার এ হাত দ্বারা আমার সাথে মুছাফাহা করুন। কেননা আপনি বহু দেশ ও ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার ক্বসম! আমি এ হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাড়া আর কারো সাথে মুছাফাহ্ করি নাই। তিনি আরো বলতেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চোখের পলকের তরেও আমা হতে আড়াল হন, তা হলে আমি আমাকে মুসলমান বল গণ্য করি না।

শাইখ ছফি উদ্দীন ইবনে আবুল মনছুরও রহ. এর বক্তব্য

وَقَالَ الشَّيْخُ صفي الدين بن أَبِي المنصور فِي رِسَالَتِهِ، وَالشَّيْخُ عبد الغفار فِي الْوَحِيدِ: حُكِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الحسن الوناني قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أبو العباس الطنجي قَالَ: وَرَدْتُ عَلَى سَيِّدِي أحمد بن الرفاعي فَقَالَ لِي: مَا أَنَا شَيْخُكَ، شَيْخُكَ عبد الرحيم بِقِنَا، فَسَافَرْتُ إِلَى قِنَا، فَدَخَلْتُ عَلَى الشَّيْخِ عبد الرحيم فَقَالَ لِي: عَرَفْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ :لَا، قَالَ: رُحْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى تَعْرِفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي وَإِذَا بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ مَمْلُوءَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ -

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّيْخِ فَقَالَ لِي: عَرَفْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: الْآنَ كَمُلَتْ طَرِيقَتُكَ، لَمْ تَكُنِ الْأَقْطَابُ أَقْطَابًا وَالْأَوْتَادُ أَوْتَادًا وَالْأَوْلِيَاءُ أَوْلِيَاءَ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

আর শাইখ ছফি উদ্দীন ইবনে আবুল মনছুরও তাঁর ছোট্ট পুস্তিকায় এবং আলওয়াহীদে শাইখ আবদুল হাসান বেনানী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবুল আব্বাস আত্বানজী নির্ভরযোগ্য সূত্রে জ্ঞাত করেছেন যে, আমি আমার শাইখ আহমাদ রেফাঈ রহ. এর নিকট উপস্থিত হলে পর তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমার শাইখ নই, তোমার শাইখ হলেন আবদুর রহীম। তিনি ক্বানা নামক স্থানে অবস্থান করছেন। আমি ক্বানায় গিয়ে শাইখ আবদুর রহীম রহ. এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কে দেখছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে যাও। আশ্চর্য ! বায়তুল মুক্বাদ্দাসে পা রাখা মাত্রই দেখতে পেলাম, আসমান, যমীন, আরশ ও কুরসী পরিপূর্ণ হয়ে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর দ্বারা অর্থাৎ তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তারপর সেখান থেকে ফিরে এলে পর শাইখ আবদুল রহীম জানতে চাইলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্পর্কে অবগত হয়েছ? বললাম, জ্বি, হ্যাঁ ! তিনি বললেন, এখন তোমার ত্বরিক্বতের সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাক্বীক্বত অনুধাবন ব্যতীত- আক্বত্বাব হতে পারে না, আওতাদ হতে পারে না এবং অলি হতে পারে না।

শাইখ আবদুল গাফফার রহ. এর বক্তব্য

وَقَالَ فِي الْوَحِيدِ: وَمِمَّنْ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ الشَّيْخُ عبد الله الدلاصي، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ تَصِحَّ لَهُ صَلَاةٌ فِي عُمْرِهِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا أَحْرَمَ الْإِمَامُ وَأَحْرَمْتُ أَخَذَتْنِي أَخْذَةٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِمَامًا وَخَلْفَهُ الْعَشَرَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، فَقَرَأَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْمُدَّثِّرِ وَفِي الثَّانِيَةِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ لَا

طَمَعًا فِي بِرِّكَ وَلَا رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَكَ لِأَنَّ لَكَ الْمِنَّةَ عَلَيْنَا بِإِيجَادِنَا قَبْلَ أَنْ لَمْ نَكُنْ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَّمَ الْإِمَامُ فَعَقَلْتُ تَسْلِيمَهُ فَسَلَّمْتُ.

তিনি (শাইখ আবদুল গাফ্ফার) আল্ওয়াহীদে আরো উল্লেখ করেছেন: আমি মক্কাতুল মুকাররমায় যাদের সাথে মিলিত হয়েছি তন্মধ্যে শাইখ আব্দুল্লাহ দাল্লাসী আমাকে জানালেন; আমার জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজই বিশুদ্ধ হয় নি। ঐ বিশুদ্ধ নামাজটি হলো- আমি মসজিদে হারামে ফজরের নামাজ আদায় করছিলাম। ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন সাথে আমি ও বাঁধলাম। আমাকে অতীন্দ্রিয় সম্মোহনী পেয়ে বসল। দেখছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইমামতি করছেন। তাঁর পেছনে আছেন আরো দশ ব্যক্তি। আমি তাঁদের সাথে নামাজ আদায় করতে লাগলাম। এটা হল ৬৭৩ হিজরীতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম রাকয়াতে সূরা আল-মুদ্দাসসির ও দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা আম্মা ইয়া তাসাআলুন পাঠ করলেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি এ দুয়টি পাঠ করলেন-

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ لَا طَمَعًا فِي بِرِّكَ وَلَا رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَكَ لِأَنَّ لَكَ الْمِنَّةَ عَلَيْنَا بِإِيجَادِنَا قَبْلَ أَنْ لَمْ نَكُنْ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ তাআলা ! আমাদেরকে করুন সুপথপ্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক, বিপথগামী ও পথভ্রষ্টকারী নয়। প্রত্যাশী নই বরকতের, উৎসাহীও নই যা আপনার কাছে আছে তা পাবার। কেননা আমাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বদানের মাঝেই নিহিত রয়েছে আমাদের প্রতি আপনার অপার করুণাধারা। সুতরাং তার জন্যই সব প্রশংসা আপনার, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাজ সমাপ্ত করার পর ইমাম সাহেবও সালাম ফেরালেন। আমি তাঁর সালাম শুনে বোধ ফিরে পেলাম ও সালাম ফেরালাম।

শাইখ ছফি উদ্দীন রহ. রহ. এর বক্তব্য

وَقَالَ الشَّيْخُ صفي الدين فِي رِسَالَتِهِ: قَالَ لِي الشَّيْخُ أبو العباس الحرار: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً فَوَجَدْتُهُ يَكْتُبُ مَنَاشِيرَ لِلْأَوْلِيَاءِ

بِالْوِلَايَةِ، وَكَتَبَ لِأَخِي محمد مِنْهُمْ مَنْشُورًا قَالَ: وَكَانَ أَخُو الشَّيْخِ كَبِيرًا فِي الْوِلَايَةِ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ نُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ وَلِيٌّ، فَسَأَلْنَا الشَّيْخَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَفَخَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ فَأَثَّرَتِ النَّفْخَةُ هَذَا النُّورَ.

শাইখ ছফি উদ্দীন রহ. তাঁর ছোট্ট পস্তিকায় উল্লেখ করেছেন- আমাকে শাইখ আবুল অব্বাস আল- হার্‌বার রহ. বলেছেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, তিনি আওলিয়ায়ে কেরামের বেলায়েত সংক্রান্ত একটি নির্দেশনামা লিপিবদ্ধ করছেন। আমার শ্রদ্ধেয় ভাই মুহাম্মদও তাঁদেরই একজন। শাইখের এ ভাই ছিলেন বেলায়াতের উচ্চ মক্বামধারী। তাঁর চেহারায় ছিল নূরের চমক। সবারই জানা ছিল যে, তিনি আল্লাহ তাআলার খাঁটি অলী। তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত নূরের আভা সম্পর্কে শাইখে কবীরকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেহারায় ফুঁজ দিয়েছিলেন তারই ফল এ নূরের ঝলক।

قَالَ الشَّيْخُ صفي الدين: وَرَأَيْتُ الشَّيْخَ الْجَلِيلَ الْكَبِيرَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيَّ أَجَلَّ أَصْحَابِ الشيخ القرشي، وَكَانَ أَكْثَرَ إِقَامَتِهِ بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَكَانَ لَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصْلَةٌ وَأَجْوِبَةٌ وَرَدٌّ لِلسَّلَامِ، حَمَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِسَالَةً لِلْمَلِكِ الْكَامِلِ، وَتَوَجَّهَ بِهَا إِلَى مِصْرَ وَأَدَّاهَا وَعَادَ إِلَى الْمَدِينَةِ،

শাইখ ছফি উদ্দীন (রাঃ) আরো উল্লেখ করেছেন: মহিমান্বিত শ্রদ্ধেয় শাইখ আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী, যিনি শাইখ কুরাশী রহ.-এর সম্মানিত সহচরগণের অন্যতম, তিনি অধিকাংশ সময় মদীনাতুন নবীতেই (নবী নগরীতে) বসবাস করতেন। তাঁর ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে গভীর যোগাযোগ, তাঁর (সকল) ক্রিয়া-কর্মের প্রতি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সম্মতি, অনুমোদন। সালাম বিনিময় হতো তাঁদের মধ্যে সতত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পত্র দিয়ে তাঁকে তৎকালীন মিসরের সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তা সম্রাটের নিকট পৌছে নিকট দিয়ে তৎক্ষনাত মদীনা মুনাওয়ারায় ফেরৎ চলে আসেন।

শাইখ আবুল আব্বাসে আহমাদ রহ. এর ঘটনা

قَالَ: وَمِمَّنْ رَأَيْتُ بِمِصْرَ الشَّيْخَ أبا العباس العسقلاني أَخَصَّ أَصْحَابِ الشيخ القرشي، زَاهِدَ مِصْرَ فِي وَقْتِهِ، وَكَانَ أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ بِمَكَّةَ يُقَالُ أَنَّهُ دَخَلَ مَرَّةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ اللَّهُ بِيَدِكَ يَا أحمد.وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ مَجْلِسَ فَقِيهٍ فَرَوَى ذَلِكَ الْفَقِيهُ حَدِيثًا، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ، فَقَالَ الْفَقِيهُ: وَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِكَ يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَقُلْ هَذَا الْحَدِيثَ، وَكُشِفَ لِلْفَقِيهِ فَرَآهُ،

তিনি বলেন, আমি মিসরে আরো যাদেরকে দেখেছি- তন্মধ্যে শাইখ আবুল আব্বাসে আহমাদ ছিলেন শাইখ কুরাশী রহ. এর খাছ সহচরদের অন্যতম। তাঁর যুগে মিসরে তিনিই সবচেয়ে তাপস ধর্মভীরু হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর (আবুল অব্বাস) শেষ জীবনের বেশীরভাগ সময়ই কেটেছে মক্কাতুল মুকাররমায়। বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে বললেন: হে আহমদ ! আল্লাহ তাআলা তোমার হাত ধরে রেখেছেন। (অর্থাৎ তোমার কোন ভয় চিন্তা নেই, আল্লাহ তাআলা সব সময় তোমার সহায়-সাথী)। আরো কোন এক অলীর বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুফতীগণের এক মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, মুফতী সাহেব একটি হাদীসের উদ্বৃতি দিলে পর তিনি বললেন, হাদিসটি বাত্বিল হাদীস। মুফতী সাহেব বললেন, আপনি কীভাবে হাদিসটি বাতিল বললেন ? আল্লাহর অলী বললেন, এই দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার মাথার কাছে দন্ডায়মান, আর বলছেন- এ হাদীসটি আমি বলিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃশ্যমান হলে পর, মুফতী সাহেবও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলেন।

ইবনে ফারেস রহ. এর ঘটনা

وَفِي كِتَابِ الْمِنَحِ الْإِلَهِيَّةِ فِي مَنَاقِبِ السَّادَةِ الْوَفَائِيَّةِ لابن فارس قَالَ :سَمِعْتُ سَيِّدِي عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: كُنْتُ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الشَّيْخُ يعقوب، فَأَتَيْتُهُ يَوْمًا فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقَظَةً لَا مَنَامًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَبْيَضُ قُطْنٌ ثُمَّ رَأَيْتُ الْقَمِيصَ عَلَيَّ، فَقَالَ لِي :اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ وَالضُّحَى وَأَلَمْ نَشْرَحْ ثُمَّ غَابَ عَنِّي، فَلَمَّا أَنْ بَلَغْتُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً أَحْرَمْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْقَرَافَةِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبَالَةَ وَجْهِي فَعَانَقَنِي، وَقَالَ لِي: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فَأُوتِيتُ لِسَانَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ. انْتَهَى.

ইবনে ফারেস রহ. - এর আলমিনাহু ইলাহিয়্যাহ ফী মানাক্বিস্ সাদাতিল অফাইয়্যাহ কিতাবে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন, আমারা সাইয়্যেদ আলী রহ. হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার বয়স তখন সবে মাত্র পাঁচ বৎসর। আমি এক ওস্তাদের নিকট কুরআন মজীদ পড়া শুরু করেছি। তাঁর নাম শাইখ ইয়াকুব। একদিন আমি তাঁর কাছে পড়তে এসে ঘুমে নয় জাগ্রত অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলাম। একটি সুতীর ধবধবে সাদা জামা গায়ে জড়ানো। পর মুহূর্তে দেখলাম সে জামাটি আমার গায়ে জড়ানো। তিনি আমাকে বললেন: পড়ো, আমি সূরা অদ্দুহা ও সূরা আলাম নাশরাহ পাঠ করলাম। আমার কাছে থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার বয়স যখন একুশ বৎসরে পৌঁছল, তখন আমি কুরাফায় ফজরের নামাজের নিয়্যত করি এবং আমার সম্মুখে তাঁকে (সা:) দেখতে পাই। তিনি (সা.) আমাকে বলছেন: "তুমি তোমার রবের নেয়ামতের আলোচনা করো"। ঐ সময় হতেই তাঁর জবান মুবারক আমাকে দেয়া হলো। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবান মুবারকের তিলাওয়াতের মধুরতা আমাকে দান করা হলো।

সাইয়্যেদ আহ্মদ রেফাঈ রহ. এর ঘটনা

وَفِي بَعْضِ الْمَجَامِيعِ: حَجَّ سَيِّدِي أحمد الرفاعي فَلَمَّا وَقَفَ تُجَاهَ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ أَنْشَدَ:

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا ... تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَنِّي فَهْيَ نَائِبَتِي
وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ ... فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَى بِهَا شَفَتِي

আরো বর্ণিত আছে: একবার বহু লোকজনই সাইয়্যেদ আহ্মদ রেফাঈ (রাঃ) হজ্জে গমন করেন। যখন তিনি রওজা মুবারকের হুজরা শরীফের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কবিতার এ কয় লাইন পাঠ করেন:

১। দূরে থাকাবস্থায় আমার আত্মা পাঠিয়ে দিতাম। এ পবিত্র ভূ-খন্ড তা আমার প্রতিনিধি হয়ে কবুল করতো।

২। এবারতো মহান দরজায় উপস্থিত হয়েছি, তাই আপনার ডান হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিন, যেন আমার ঠোঁট মর্যাদাবান হতে পারে। এতটুকু বলার সাথে সাথেই হস্ত মুবারক ক্ববর শরীফ হতে বেরিয়ে এলো। আর তা তিনি চুম্বন করে ধন্য হলেন।

শাইখ বুরহান উদ্দীন আল বুক্বায়ী রহ.এর বক্তব্য

فَخَرَجَتِ الْيَدُ الشَّرِيفَةُ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ فَقَبَّلَهَا، وَفِي مُعْجَمِ الشَّيْخِ برهان الدين البقاعي قَالَ: حَدَّثَنِي الْإِمَامُ أبو الفضل بن أبي الفضل النويري أَنَّ السيد نور الدين الإيجي وَالِدَ الشريف عفيف الدين لَمَّا وَرَدَ إِلَى الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ وَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَمِعَ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ قَائِلًا مِنَ الْقَبْرِ يَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي، وَقَالَ الْحَافِظُ محب الدين بن النجار فِي تَارِيخِهِ: أَخْبَرَنِي أبو أحمد داود بن علي بن هبة الله بن المسلمة أَنَا أبو الفرح المبارك بن عبد الله بن محمد بن النقور قَالَ :حَكَى شَيْخُنَا أبو نصر عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد بن أبي سعد الصوفي الكرخي قَالَ: حَجَجْتُ وَزُرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ الْحُجْرَةِ إِذْ دَخَلَ الشَّيْخُ أبو بكر الدياربكري وَوَقَفَ بِإِزَاءِ وَجْهِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ دَاخِلِ الْحُجْرَةِ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا بَكْرٍ، وَسَمِعَهُ مَنْ حَضَرَ.

শাইখ বুরহান উদ্দীন আলবুক্বায়ী তাঁর মুয়জামে বর্ণনা করেছেন- আমাকে ইমাম আবুল ফদ্বল ইবনে আননুআইরী বলেছেন যে, শরীফ আফীফ উদ্দিনের পিতা সাইয়্যেদ নুরুদ্দীন আইজী যখন রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করলেন-

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ"

হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত সকলে শুনতে পেলেন, ক্ববর শরীফ হতে জবাবে বলা হলো- وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي " (হে আমার প্রিয় বৎস ! তোমার প্রতিও অনুরূপ সালাম। হাফেজ মুহিব্ব উদ্দীন ইবনে নাজ্জার তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আমাকে আবু আহ্‌মাদ দাউদ ইবনে হেবাতুল্লাহ রহ. বলেছেন- আমাকে বলেছেন আবুল ফারাজ মুবারক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আন্নাক্কুর আর আমাদেরকে বিষয়টি জানিয়েছেন আমাদের শাইখ আবু নছর আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু সাআদ আচ্ছুফী আল-কুরখী। তিনি বলেন, হজ্জ সমাপনান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত সমাপ্ত করে হুজরা মুবারকের পার্শ্বে আমি বসলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ হুজরা মুবারকের নিকট উপস্থিত হলেন- শাইখ আবু বকর দিয়ার বাক্‌রী রহ. তিনি হুজরা মুবারকের পার্শে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারক বরাবর দাঁড়িয়ে গেলেন ও বললেন:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ"

হে আল্লাহর রসূল আপনাকে সালাম। শুনতে পেলাম, হুজরা শরীফের ভিতর হতে উচ্চ আওয়াজে ভেঁসে এলো-

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا بَكرٍ

হে আবু বকর! তোমাকে সালাম। সেখানে উপস্থিত সবাই তা শুনেছে।

ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে নু'মান রহ.এর বক্তব্য

وَفِي كِتَابِ مِصْبَاحِ الظَّلَامِ فِي الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ للإمام شمس الدين محمد بن موسى بن النعمان قَالَ: سَمِعْتُ يوسف بن علي الزناني يَحْكِي عَنِ امْرَأَةٍ هَاشِمِيَّةٍ كَانَتْ مُجَاوِرَةً بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ بَعْضُ الْخُدَّامِ يُؤْذِيهَا، قَالَتْ : فَاسْتَغَثْتُ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُ قَائِلًا مِنَ الرَّوْضَةِ يَقُولُ: أَمَا لَكِ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَاصْبِرِي كَمَا صَبَرْتُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، قَالَتْ: فَزَالَ عَنِّي مَا كُنْتُ فِيهِ وَمَاتَ الْخُدَّامُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤْذُونَنِي، وَقَالَ ابن السمعاني فِي الدَّلَائِلِ: أَخْبَرَنَا أبو بكر هبة الله بن الفرج أَخْبَرَنَا أبو القاسم يوسف بن

لَأَجِدُ بَرْدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَبَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ نُصِرْتَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا، فَاخْتَرْتُ أَنْ أُفْطِرَ عِنْدَهُ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. انْتَهَى.

এরপর আমি আরও দেখতে পেলাম ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইসমাঈল ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে বাত্বিসের "মুজিলুশ শুবুহাত ফী ইসবাতিল কারামাতে যার মূল বক্তব্য এই: তাবেইও তৎপরবর্তীদের বর্ণীত হাদিস ও ঘটনাবলীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর নির্দেশনাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি মা আয়েশা (রাঃ) কে বলেছিলেন, তারা তোমার দুভাই ও দুবোন। (আমার অবর্তমানে তুমি তাদেরকে দেখা শোনা করো।) তিনি বললেন, আমার দুভাইতো মুহাম্মদ ও আবদুল রহমান এবং একমাত্র বোন আসমা। আর বোন কোথায় ? তিনি বললেন, তোমার মায়ের পেটে যে আগুন্তক বাচ্চা রয়েছে তা মেয়ে হবে বলে আমার হৃদয়ে ঢেলে দেয়া হয়েছে। এর পরই উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। (প্রমাণিত হলো হযরতের ছিদ্দীকে আকবরের কথা সত্য বটে।) এটা ওনার কারামত ছাড়া অন্য কিছুই নয়। বর্তমানে এ ঘটনাটি হযরত ওমর ইবনে খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর দ্বারা সংঘটিত। তিনি মসজিদে নববীতে খুৎবারত অবস্থায় নাহাওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনা বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, হে সেনাদল। পাহাড়ের পাদদেশ, পাহাড়ের পাদদেশ। আল্লাহ তাআলা সে নির্দেশ নাহাওয়ান্দে সেনাদলকে জানিয়ে দিলেন। তাঁরই অন্য আরো একটা ঘটনা। মিসরের নীল নদকে পত্র প্রেরণ করে পানি প্রবাহের নির্দেশ প্রদান। পানি প্রবাহ বন্ধের পর তার রব-এর নির্দেশে তা পুনরায় চালু হয় (এসব হযরত ফারুক্বে আজমের কারামত। যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই)। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আরো যাঁদের কারামাত প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে হযরত ওসমান (রাঃ) ও একজন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)-কে সালাম জানাতে তাঁর কাছে উপনীত হলাম। তিনি তখন অবরুদ্ধ অবস্থায়। তিনি বললেন, স্বাগতম হে ভ্রাতা ! আমি এ ছোট্ট জানালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তিনি বললেন: হে ওসমান তোমাকে তারা অবরুদ্ধ করে রেখেছে ? বলালাম: জী হ্যাঁ। আমাকে বললেন: তোমাকে তারা তৃঞ্চায় ফেলে দিয়েছে ? বললাম: জী হ্যাঁ। তখন তিনি আমার দিকে পানিপূর্ণ একটি বালতি এগিয়ে ধরলেন। আমি তা হতে পানি পান করে তৃপ্ত হলাম। এমন কী আমি আমার বক্ষদেশে ও পৃষ্টদেশে তার ঠান্ডা অনুভব করছি। তারপর বললেন, তুমি যদি চাও তাদের বিপক্ষে আমি তোমাকে সাহায্য করব অথবা তুমি চাইলে আমার সাথে আজ ইফতার করতে পার। আমি তাঁর সাথে ইফতার করাকেই বেছে নিলাম। ঐ দিনই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)- এর ঘটনা

وَهَذِهِ الْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ عثمان مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بِالْإِسْنَادِ أَخْرَجَهَا الحارث بن أبي أسامة فِي مُسْنَدِهِ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ فَهِمَ الْمُنْصِفُ مِنْهَا أَنَّهَا رُؤْيَةُ يَقَظَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَدُّهَا فِي الْكَرَامَاتِ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمَنَامِ يَسْتَوِي فِيهَا كُلُّ أَحَدٍ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْخَوَارِقِ الْمَعْدُودَةِ فِي

الْكَرَامَاتِ وَلَا يُنْكِرُهَا مَنْ يُنْكِرُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، وَمِمَّا ذَكَرَهُ ابن باطيس فِي هَذَا الْكِتَابِ قَالَ: وَمِنْهُمْ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَمْعُونَ الْبَغْدَادِيُّ الصُّوفِيُّ، قَالَ أبو طاهر محمد بن علي العلان: حَضَرْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ سَمْعُونَ يَوْمًا فِي مَجْلِسِ الْوَعْظِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّهِ يَتَكَلَّمُ فَكَانَ أَبُو الْفَتْحِ الْقَوَّاسُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الْكُرْسِيِّ فَغَشِيَهُ النُّعَاسُ وَنَامَ، فَأَمْسَكَ أبو الحسين سَاعَةً عَنِ الْكَلَامِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ أبو الفتح وَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ أبو الحسين: رَأَيْتَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْمِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أبو الحسين: لِذَلِكَ أَمْسَكْتُ عَنِ الْكَلَامِ خَوْفَ أَنْ تَنْزَعِجَ وَيَنْقَطِعَ مَا كُنْتَ فِيهِ، فَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ ابْنَ سَمْعُونَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَظَةً لَمَّا حَضَرَ وَرَآهُ أبو الفتح فِي نَوْمِهِ،

হযরত ওসমান (রাঃ)- এর ঘটনাটি খুবই বিখ্যাত ঘটনা। বহু হাদীসের কিতাবে বিশুদ্ধ সনদসহ তা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হারিস ইবনে ইসামা রহ. তাঁর মুসনাদে এবং অন্যান্যরা নিজ নিজ কিতাবে সংকলন করেছেন। সংকলক নিশ্চিৎ হয়েছেন যে, এ দেখা হলো জাগ্রত অবস্থায় এবং এ ঘটনাকে কারামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাই সঙ্গত। কেননা স্বপ্নে দেখার ব্যাপারে সবাই এক ও এটি স্বভাব বিরুদ্ধে অলৌকিক ঘটনা হিসেবে গণ্য হয় না। এ কথা কারামতে অবিশ্বাসীরাও অস্বীকার করতে পারে না। ইবনে বাত্বিস তাঁর এ কিতাবে আরো যাদের আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবুল হোসাইন ইবনে সামউন বাগদাদী ছুফী। আবু ত্বাহের মুহাম্মদ ইবনে আলী আল আল-আলান বলেন, হযরত আবুল হোসাইন ইবনে সামউন রহ. এর মাহ্ফিলে একদা উপস্থিত হয়ে দেখি তিনি চেয়ারে বসে আলোচনা করছেন। আর তাঁর চেয়ারের পাশেই বসা আবুল ফতহ-ক্বওয়াস। তাঁকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলে, এরপর তিনি আস্তে

আস্তে ঘুমিয়ে পড়েন। সাথে সাথে আবুল হোসাই রহ. আলোচনা বন্ধ করে দেন। আবুল ফত্হ রহ. ঘুম হতে না জাগা পর্যন্ত আলোচনা বন্ধই রাখলেন। ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে মাথা উত্তোলন করার পরপরই আবুল হোসাইন ঘুমের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবুল হোসাইন বললেন, একারণেই আমি আমার আলোচনা বন্ধ রেখে ছিলাম যেন তা বিরক্তির কারণ ও আপনার এ (পবিত্র ও শুভ) অবস্থার পরিসমাপ্তি না ঘটায়। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবনে সামউন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন জাগ্রত অবস্থায়, যখন তিনি সেখানে উপস্থিত হন। আর আবুল ফতেহ দেখেছেন (একই সময়ে) স্বপ্নে।

আবু বকার আবইয়াদ্ব রহ.এর বক্তব্য

وَقَالَ أبو بكر بن أبيض فِي جُزْئِهِ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بَنَانًا الْحَمَّالَ الزَّاهِدَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ يُعْرَفُ بابن ثابت قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتِّينَ سَنَةً لَيْسَ إِلَّا لِلسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَرْجِعُ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ السِّنِينَ تَخَلَّفَ لِشُغْلٍ أَوْ سَبَبٍ فَقَالَ: بَيْنَا هُوَ قَاعِدٌ فِي الْحُجْرَةِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَقُولُ: يَا ابن ثابت لَمْ تَزُرْنَا فَزُرْنَاكَ.

আবু বকার আবইয়াদ্ব তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেছেন, হতদরিদ্র সাধক আবুল হাসান বান্নান হতে শুনেছি, তিনি আমাকে আমার কোন এক সাথী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মক্কায়ে মুয়াজ্জমায় ইবনে সাবেত নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি ছিল। সে শুধু মাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম জানাবার জন্য (অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়) ষাট বৎসর মাক্কা শরীফ হতে মদীনা শরীফ যাওয়া-আসা করেছেন। এক বৎসর কাজের ব্যস্ততায় অথবা বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি যেতে পারেন নি। তিনি তাঁর কামরায় ঘুম ও নিদ্রার মাঝামাঝি অবস্থায় বসা আছেন এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পান। তিনি বলছেন, হে ইবনে সাবেত! কেন তুমি আমার যিয়ারতে আসনা? তুমি যিয়ারতে আসলেতো আমিও তোমাকে যিয়ারত করতে পারি।

জ্ঞাতব্য বিষয়াদি:

تَنْبِيهَاتٌ :الْأَوَّلُ: أَكْثَرُ مَا تَقَعُ رُؤْيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَقَظَةِ بِالْقَلْبِ ثُمَّ يَتَرَقَّى إِلَى أَنْ يُرَى بِالْبَصَرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْأَمْرَانِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ، لَكِنْ لَيْسَتِ الرُّؤْيَةُ الْبَصَرِيَّةُ كَالرُّؤْيَةِ الْمُتَعَارَفَةِ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ رُؤْيَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا هِيَ جَمْعِيَّةٌ حَالِيَّةٌ وَحَالَةٌ بَرْزَخِيَّةٌ وَأَمْرٌ وُجْدَانِيٌّ لَا يُدْرِكُ حَقِيقَتَهُ إِلَّا مَنْ بَاشَرَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الشَّيْخِ عبد الله الدلاصي، فَلَمَّا أَحْرَمَ الْإِمَامُ وَأَحْرَمْتُ أَخَذَتْنِي أَخْذَةٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ أَخْذَةٌ إِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ.

জ্ঞাতব্য বিষয়াদি: (১)

অধিকাংশ সময় আত্মিকভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখার ঘটনা ঘটে থাকে। তারপর উন্নতি হতে থাকে ও দেখতে পায় তাঁকে বাহ্যিক চোখ দিয়ে। অন্তশ্চক্ষু ও বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখা, এ দু'টি বিষয়ই কাজী আবু বকর ইবনে আরাবীর আলোচনায় পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তবে চোখের এমন দেখা নয়, যা সর্বসাধারণ পরস্পরকে দেখার দ্বারা বুঝে থাকে। বরং এখানে চোখে দেখা বলতে বুঝায়-একই অবস্থাগত মিলন, বরজখের অবস্থা ও ভাবোদ্দীপক অবস্থার মিলন, যার বাস্তবতা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। আব্দুল্লাহ দাল্লাসীর বক্তব্য আগেই আলোচিত হয়েছে । তিনি বলেছেন, ইমাম ইহ্রাম বাঁধার পর আমি ও ইহ্রাম বাঁধলাম, এমন সময় আমাকে অতীন্দ্রিয় সম্মোহনী পেয়ে বসলে । আর আমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর কথার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, যে অবস্থার দিকে তাকে নেয়া হয়েছিল সে (অতীন্দ্রিয় সম্মোহনী) অবস্থার দিকে।

জ্ঞাতব্য বিষয়াদি: (২)

الثَّانِي :هَلِ الرُّؤْيَةُ لِذَاتِ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجِسْمِهِ وَرُوحِهِ أَوْ لِمِثَالِهِ؟ الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ مِنْ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ يَقُولُونَ بِالثَّانِي وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَرَى جِسْمَهُ وَبَدَنَهُ بَلْ مِثَالًا لَهُ صَارَ ذَلِكَ الْمِثَالُ آلَةً يَتَأَدَّى بِهَا الْمَعْنَى الَّذِي فِي نَفْسِهِ، قَالَ: وَالْآلَةُ تَارَةً تَكُونُ حَقِيقَةً وَتَارَةً تَكُونُ خَيَالِيَّةً، وَالنَّفْسُ غَيْرُ الْمِثَالِ الْمُتَخَيَّلِ، فَمَا رَآهُ مِنَ الشَّكْلِ

لَيْسَ هُوَ رُوحَ الْمُصْطَفَى وَلَا شَخْصَهُ بَلْ هُوَ مِثَالٌ لَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ، قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ يَرَى اللَّهَ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ فَإِنَّ ذَاتَهُ مُنَزَّهَةٌ عَنِ الشَّكْلِ وَالصُّورَةِ، وَلَكِنْ تَنْتَهِي تَعْرِيفَاتُهُ إِلَى الْعَبْدِ بِوَاسِطَةِ مِثَالٍ مَحْسُوسٍ مِنْ نُورٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمِثَالُ حَقًّا فِي كَوْنِهِ وَاسِطَةً فِي التَّعْرِيفِ فَيَقُولُ الرَّائِي: رَأَيْتُ اللَّهَ فِي الْمَنَامِ، لَا يَعْنِي أَنِّي رَأَيْتُ ذَاتَ اللَّهِ كَمَا تَقُولُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. انْتَهَى.

জ্ঞাতব্য বিষয়াদি: (২)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা বলতে কী তাঁকে দেহ ও রূহসহ দেখা, অথবা তাঁর উপমা বা প্রতিচ্ছবি দেখা? আমার পরিচিত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন বক্তিগণের অনেকের বক্তব্য হলো দ্বিতীয়টি। এ বিষয়টি খোলাসা করে তুলে ধরেছেন ইমাম গাজ্জালী রহ. । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার মর্ম-তাঁর দেহ ও শরীর দেখা নয় । বরং তা হলো তাঁর উপমা বা প্রতিচ্ছবি। এ উপমায় পরিণত হওয়া এ জন্য যে, তা তাঁকে পৌঁছে দেবে এমন তাৎপর্যের দিকে যা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। আর এ তাৎপর্য কখনো হয় সত্তাগত আবার কখনো হয় কল্পনা প্রসূত। আত্মা কাল্পনিক উপমার বাহিরে। অতএব সে যে প্রতিচ্ছবি ও আকৃতি দেখে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আসল আত্মা বা দেহ মুবারক নয়। আবশ্যই তা হল তাঁর উপমা বা প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেন এ উদাহরণ হলো: কেউ হয়ত আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখার। আল্লাহর সত্তা আকৃতি ও ছবি- ছুবুত হতে পবিত্র। কিন্তু বান্দার কাছে তাঁর পরিচিতি প্রতিভাত হয়, তাঁর নূর বা দ্বিতীয় কিছুর উপলব্ধিযোগ্য উপমার মাধ্যমে। আর সে উপমাটি সঠিক হয়, তাঁর পরিচিতির মাধ্যম হবার কারণে। বিধায় স্বপ্নদ্রষ্টা বলে আমি আল্লাহ তাআলাকেই স্বপ্নে দেখেছি। এ দেখা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মূল সত্তাকে দেখেছে বুঝায় না। যেমন তুমি অন্য বিষয়েও অনুরূপ বলে থাক।

ক্বাজী আবু বকর ইবনে আরাবী রহ. এর বক্তব্য

وَفَصَّلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ: رُؤْيَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصِفَتِهِ الْمَعْلُومَةِ إِدْرَاكٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَرُؤْيَتُهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ إِدْرَاكٌ لِلْمِثَالِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ، وَلَا يَمْتَنِعُ رُؤْيَةُ ذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ

بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَائِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَحْيَاءٌ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ بَعْدَ مَا قُبِضُوا وَأُذِنَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ، وَقَدْ أَلَّفَ الْبَيْهَقِيُّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَالَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ :الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ؛ وَقَالَ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ: الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ مَا قُبِضُوا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ،

অপরদিকে ক্বাজী আবু বকর ইবনে আরাবী বিষয়গুলোকে পৃথক পৃথক করে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর সুপরিচিত গুনাবলীসহ দেখা-তাঁর মূল সত্তাকেই পাওয়া ও অনুধাবন করা বুঝায়। আর কাঁর সুবিদিত গুণাবলীবিহীন দেখাকে বলা হয় উপমা-উপলব্ধি করা, দেখা। এভাবে যারা বলেছেন তাদের বক্তব্যই চূড়ান্ত সুন্দর। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক সত্তা তথা আত্মা ও রূহসহ দেখায় কোন বাধা-নিষেধ নেই । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল নবীগণই (আঃ) জীবিত। তাদের রূহ মুবারক ক্বজ করার পর আবার তাঁদেরকে ফেরৎ দেয়া হয়েছে। এবং তাঁদেরকে ক্ববর থেকে বের হবার, উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব বাস্তবায়নের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী রহ. নবীদের জীবন সম্পর্কে আলাদা এক খন্ড কিতাব রচনা করেছেন। দালায়েলুন্ নুবুওয়াতে বলেছেন, শহীদগণের মত নবীগণও তাঁদের রবের নিকট জীবিত। আর আল-ইতিক্বাদ কিতাবে বলেছেন, নবীগণের রূহ ক্ববজ করার পর আবার তাঁদেরকে তা ফেরৎ দেয়া হয়েছে তাঁরা শহীদদের মতই তাঁদের রবের নিকট জীবিত।

আবু আব্দুল ক্বাহের ইবনে ত্বাহের বাগদাদী রহ.এর বক্তব্য

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ الْبَغْدَادِيُّ: قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَأَنَّهُ يُبَشَّرُ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ وَيَحْزَنُ بِمَعَاصِي الْعُصَاةِ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُ تَبْلُغُهُ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِهِ، وَقَالَ: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَبْلُونَ وَلَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ شَيْئًا، وَقَدْ مَاتَ مُوسَى فِي زَمَانِهِ فَأَخْبَرَ نَبِيُّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ

رَآهُ فِي قَبْرِهِ مُصَلِّيًا، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ رَآهُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَرَأَى آدَمَ وَإِبْرَاهِيمَ، وَإِذَا صَحَّ لَنَا هَذَا الْأَصْلُ قُلْنَا: نَبِيُّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ صَارَ حَيًّا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَهُوَ عَلَى نُبُوَّتِهِ. انْتَهَى،

উস্তাজ আবু আব্দুল ক্বাহের ইবনে ত্বাহের বাগদাদী বলেন: আমাদের যারা ধর্মীয় বিষয়াদির পরীক্ষক-নীতিনির্ধারক-পন্ডিত তারা বলেন, আমাদের নবী অফাতের পরও জীবিত এবং তিনি উম্মতের নেক কাজে পুলকিত-আনন্দিত হন। আর অপকর্মে হন ব্যথিত-দুঃখিত। তাঁকে তাঁর উম্মতের দরূদ ও সালাম পৌঁছানো হয়। আরো বলেন, নবীগণ (আঃ) ক্ববরে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হন না এবং মাঁটি তাদের দেহ মুবারকের কোন অংশ খেতেও পারে না। হযরত মূসা (আঃ) অবশ্য তাঁর নিজ যুগেই ইন্তেক্বাল করেছেন অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিলেন-তাঁকে তাঁর ক্ববরে নামাজরত অবস্থায় তিনি দেখেছেন। মে'রাজের হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকে চতুর্থ আসমানে দেখেছেন। দেখেছেন আদম (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) কে। এ মৌল নীতি যদি বিশুদ্ধ-বিশ্বাস্য হয়, তবে আমরা বলবো-আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তিরোধানের পর জীবিত এবং তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে রত।

ইমাম কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য

وَقَالَ القرطبي فِي التَّذْكِرَةِ فِي حَدِيثِ الصَّعْقَةِ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ: الْمَوْتُ لَيْسَ بِعَدَمٍ مَحْضٍ، وَإِنَّمَا هُوَ انْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الشُّهَدَاءَ بَعْدَ قَتْلِهِمْ وَمَوْتِهِمْ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْأَحْيَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الشُّهَدَاءِ فَالْأَنْبِيَاءُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَأَوْلَى، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجْتَمَعَ بِالْأَنْبِيَاءِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَفِي السَّمَاءِ وَرَأَى مُوسَى قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وَأَخْبَرَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى كُلِّ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْصُلُ مِنْ جُمْلَتِهِ الْقَطْعُ بِأَنَّ مَوْتَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنْ غُيِّبُوا عَنَّا بِحَيْثُ لَا نُدْرِكُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ أَحْيَاءً، وَذَلِكَ

كَالْحَالِ فِي الْمَلَائِكَةِ فَإِنَّهُمْ مَوْجُودِينَ أَحْيَاءً وَلَا يَرَاهُمْ أَحَدٌ مِنْ نَوْعِنَا إِلَّا مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكَرَامَتِهِ. انْتَهَى.

আত-তাজকেরা" কিতাবে কুরতুবী রহ. (তফসারে ক্বরত্ববীর ইমাম) বজ্রাঘাতের হাদীসে তাঁর উস্তাদ হতে বিশুদ্ধ সূত্র উল্লেখ পূর্বক বলেন, মুত্যু-পরিপূর্ণ বিনাশ বা একবারে অস্তিত্বহীনতা নয়। বরং তা হলো এক অবস্থা বা স্থান হতে অপর অবস্থায় বা স্থানে স্থানান্তর মাত্র। তার প্রমাণ-শুহাদায়ে কেরামকে হত্যা এবং তাঁদের মৃত্যুর পরও তাঁদের জীবিত থাকা। তাঁরা সদা রিয়িক্ব প্রাপ্ত, প্রফুল্ল। এ সবই হল পার্থিব জীবনের, জীবিত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যাবলী। যদি শহীদগণই এ সকল গুণাবলীর অধিকারী হন, তাহলে এসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে (তাঁদের) নবীগন (আঃ)-ই অধিকতর যোগ্য, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে সুপ্রতিষ্টিত যে, নবীগণের দেহ মুবারক মাটি বক্ষণ করতে পারে না। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজ রজনীত (প্রথমে) বায়তুল মুক্বাদ্দাস সব নবীগণের সাথে মিলিত হয়েছেন, (তাদের ইমামতিও করেছেন)। (পরে) আবার মিলি হয়েছেন আসমানে। হযবত মূসা (আঃ)- কে তাঁর ক্ববরে নামাজরত অবস্থায় দেখেছেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিয়ে গেছেন, যারা আমাকে সালাম জানায় আমি তাদের সালামের প্রতিউত্তর প্রদান করি। এগুলো ব্যতীত আরো অন্যান্য দলীল প্রমাণ দ্বারা অকাট্য অখণ্ডনীয়রূপে সুপ্রতিষ্টিত হয় যে, নবীগণের মৃত্যু মানে আমাদের আড়ালে চলে যাওয়া। আমরা অনুভব উপলব্ধি করতে পারি না, যদিও তাঁরা জীবিত ও উপস্থিত। এ অবস্থাটা হল ফেরেস্থাদের অবস্থার মতো; আমাদের নিকটেই তারা সদা বিরাজমান এবং জীবিত, তারপরও তাঁদেরকে ছাড়া আল্লাই তা'লা যাদেরকে (শক্তি-সামর্থ-যোগ্যতা দিয়ে) মহিমাম্বিত-সম্মানিত করেছেন, আমাদের কেউ তাদেরকে দেখে না। (অর্থাৎ যোগ্যতা সম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তিগণ কিন্তু ঠিকই ফেরেস্তাদেরকে দেখেন। দেখেন নবীগণকে।)

হাদীস

وَأَخْرَجَ أبو يعلى فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ): الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ)
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: («إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُتْرَكُونَ فِي قُبُورِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَيِ

اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّورِ) وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَامِعِ قَالَ: قَالَ شَيْخٌ لَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا مَكَثَ نَبِيٌّ فِي قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حَتَّى يُرْفَعَ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فَعَلَى هَذَا يَصِيرُونَ كَسَائِرِ الْأَحْيَاءِ يَكُونُونَ حَيْثُ يُنْزِلُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى،.

মুসনদে আবু ইয়ালাতে ইমাম আবু ইয়ালা এবং হায়াতুল আম্বিয়াতে ইমাম বায়হাক্বী, হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, নবীগণ তাঁদের ক্ববরে জীবিত, নামাজ আদায় করে থাকনে।

ইমাম বায়হাক্বী, হযরত আনাস (রাঃ) হতে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নবীগণ তাঁদের ক্ববরে চল্লিশ রাতের পর রাখেন না, বরং তারপর তাঁরা আল্লাহ তাআলার সম্মুখে নামাজ আদায় করতে থাকবেন সিঙ্গায় ফুৎকার করা পর্যন্ত"। হযরত সুফইয়ান সওরী রহ. জামে' কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, নবীগণ চল্লিশ রাতের অধিক তাঁদের ক্ববরে থাকে না। উঠিয়ে নেয়া হয়। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এর মাধ্যমে প্রমাণিত ও প্রতিষ্টত হলো যে, তাঁরা সাধারণ (পার্থিব জগতের) জীবিতের মতো হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা যেখানে তাঁদেরকে রাখেন, সেখানেই তাঁরা থাকেন।

وَرَوَى عبد الرزاق فِي مُصَنَّفِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي المقدام عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا مَكَثَ نَبِيٌّ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وأبو المقدام هُوَ ثابت بن هرمز [الكوفي] شَيْخٌ صَالِحٌ وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَارِيخِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وأبو نعيم فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ فَيُقِيمُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا)

মুছান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আবদুর রাজ্জাক্ব সুফিয়ান সওরী হতে, তিনি আবুল মিক্বদাম হতে, তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন, নবীগণ

(আঃ) তাঁদের ক্ববরে চল্লিশ দিনের পর অবস্থান করে না। আবুল মিক্বদাম হলেন সাবিত ইবনে হরমুজ শাইখ ছালেহ। ইবনে হিব্বান তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে, তাবারানী কবীরে এবং আবু নাঈম হিলইয়াতুল আউলিয়া কিতাবে, হযরত আনাস (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেছেন, কোন নবী (আঃ) তাঁদের মৃত্যুর পর ক্ববরে চল্লিশ দিনের বেশী অবস্থান করে না।

وَقَالَ إمام الحرمين فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ الرافعي فِي الشَّرْحِ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: («أَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاثٍ) زَادَ إمام الحرمين: وَرُوِيَ: أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ، وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الزَّاغُونِيِّ الْحَنْبَلِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ حَدِيثًا أَنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُ نَبِيًّا فِي قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ

আর নেহায়াহ কিতাবে ইমামুল হারামাইন, তারপর এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাশ রাফেঈ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'লার নিকট আমি অতি সম্মানিত আমাকে আমার ক্ববরে তিন দিনের অধিক রাখবেন না। এ কথার সাথে যোগ করে ইমামুল হারামাইন বলেছেন, দুদিনের বেশী নয়। অপর দিকে আবুল হাসান ইবনে জাগোনী হাম্বলী রহ. তাঁর স্বরচিত কোন কোন কিতাবে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের রূহ মুবারক অর্ধ দিনের বেশী ক্ববরে ফেলে রাখেন না।

وَقَالَ الْإِمَامُ بدر الدين بن الصاحب فِي تَذْكِرَتِهِ - فَصْلٌ فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْبَرْزَخِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ تَصْرِيحُ الشَّارِعِ وَإِيمَاؤُهُ، وَمِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: ১৬৯] فَهَذِهِ الْحَالَةُ وَهِيَ الْحَيَاةُ فِي الْبَرْزَخِ بَعْدَ الْمَوْتِ حَاصِلَةٌ لِآحَادِ الْأُمَّةِ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَحَالُهُمْ أَعْلَى وَأَفْضَلُ مِمَّنْ تَكُنْ لَهُ هَذِهِ الرُّتْبَةُ لَا سِيَّمَا فِي الْبَرْزَخِ، وَلَا تَكُونُ رُتْبَةُ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ أَعْلَى مِنْ رُتْبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ إِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ هَذِهِ الرُّتْبَةُ بِتَزْكِيَتِهِ وَتَبَعِيَّتِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّمَا اسْتَحَقُّوا هَذِهِ الرُّتْبَةَ بِالشَّهَادَةِ،

وَالشَّهَادَةِ حَاصِلَةٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ، وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴾ :- مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ (وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِثْبَاتِ الْحَيَاةِ لِمُوسَى فَإِنَّهُ وَصَفَهُ بِالصَّلَاةِ وَأَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُوصَفُ بِهِ الرُّوحُ وَإِنَّمَا وُصِفَ بِهِ الْجَسَدُ، وَفِي تَخْصِيصِهِ بِالْقَبْرِ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَوْصَافِ الرُّوحِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَخْصِيصِهِ بِالْقَبْرِ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ أَنَّ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ مَسْجُونَةٌ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْأَجْسَادِ، وَأَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ أَوِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ.

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে সাহেব তাঁর তাজকেরাতে বলেছেন। পরিচ্ছেদ: এন্তেকালের পরে বরজখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবন।

এ বিষয়টির প্রমাণ প্রতিষ্টিত করেছে শরীয়ত প্রবর্তকের সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং ইশারা- ইঙ্গিত, আল-ক্বুরআনুল কারীমে বলে দিয়েছেন: তোমরা মনে করোনা যারা আমার পথে শহীদ হয়েছে, তাঁরা মরে গেছে। বরং তাঁরা তাঁদের রবের কাছে জীবিত, তাদেরকে রিজিক্বও দেয়া হয়। এ অবস্থার (জীবিত থাকা এবং রিজিক্ব পাওয়ার) নিশ্চয়তা পায়, মৃত্যু পরবর্তী বরজখের জীবনে তাঁর-এর একজন সাধারণ উম্মত শহীদ হওয়ার কারণে। অথচ নবীগণের শ্রেণি-স্তর-অবস্থা; বিশেষ করে যারা হায়াতে বরজখে এ শ্রেনী-স্তর-অবস্থার নিশ্চয়তা পায় তাঁদের (শহীদদের) চেয়ে অনেক উর্ধ্বে-অনেক উপরে। কোন উম্মতের মান-মর্যাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মান-মর্যাদার চেয়ে উন্নত হতেই পারে না। তাঁদেরত এ মর্যাদা লাভই হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পবিত্রকরণ-পরিশোধন ও তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের ফলে। অধিকন্তু তারা এ মহা মর্যাদা পেয়েছে শাহাদাতের বিনিময়ে। আর শাহাদত লাভের উৎকৃষ্ট নিশ্চিৎ কারণ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি মি'রাজ রজনীতে হযরত মূসা (আঃ) এর পাশ দিয়ে নিবিড় লাল রংয়ের মাটি পার হচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম তিনি ক্বররের ভিতরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন"। মূসা (আঃ) জীবিত এ হাদীস তার দ্ব্যর্তহীন খাঁটি প্রমাণ। কেননা তিনি বর্ণনা করেছেন নামাজ আদায়রত দিয়ে, আবার তিনি দাঁড়ানো। এ ধরনের গুণ দিয়ে রূহকে গুণান্বিত করা হয় না। বরং তা দিয়ে শরীর বুঝিয়েছেন। অপর দিকে ক্বরর দিয়ে

নির্দিষ্টকরণও প্রমাণ করে দেহ। এগুলো রুহের বৈশিষ্ট্য ক্বরর দিয়ে নির্দিষ্ট করা হতো না আর নবীদের আত্মা ক্বররে দেহসহ বন্দি: কেউ তা কখনো বলেন নি। এবং শহীদ ও মুমিনের আত্মাতো জান্নাতে (ইল্লিইনে।)

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " «سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ، فَقَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا "، سُئِلَ هُنَا: كَيْفَ ذَكَرَ حَجَّهُمْ وَتَلْبِيَتَهُمْ وَهُمْ أَمْوَاتٌ وَهُمْ فِي الْأُخْرَى وَلَيْسَتْ دَارَ عَمَلٍ؟ وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَحُجُّوا وَيُصَلُّوا وَيَتَقَرَّبُوا بِمَا اسْتَطَاعُوا، وَأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي

الْأُخْرَى فَإِنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ دَارُ الْعَمَلِ حَتَّى إِذَا فَنِيَتْ مُدَّتُهَا وَاعْتَقَبَتْهَا الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ دَارُ الْجَزَاءِ انْقَطَعَ الْعَمَلُ، هَذَا لَفْظُ الْقَاضِي عِيَاضٍ، فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي عِيَاضٌ يَقُولُ: إِنَّهُمْ يَحُجُّونَ بِأَجْسَادِهِمْ وَيُفَارِقُونَ قُبُورَهُمْ، فَكَيْفَ يُسْتَنْكَرُ مُفَارَقَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبْرِهِ؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ حَاجًّا وَإِذَا كَانَ مُصَلِّيًا فَجَسَدُهُ فِي السَّمَاءِ وَلَيْسَ مَدْفُونًا فِي الْقَبْرِ .انْتَهَى.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহ. -এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মাঝে এক সফরে ছিলাম। আমরা একটি ওয়াদী (উপত্যকার) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন ওয়াদী? বলা হলো, ওয়াদীয়ে আজরাক। তিনি বললেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি-হযরত মূসা (আঃ) তাঁর দুকানে দুআঙ্গুল রেখে তালবিয়া পড়তে পড়তে এ ওয়াদী (উপত্যকা) অতিক্রম করে আল্লাহ তাআলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর পর আমরা চলতে চলতে চানিয়ায় চলে এলাম। তিনি বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি-ইউনুস (আঃ)-

কে পশমী জামা গায় দিয়ে এ ওয়াদী লাল উটনিতে চড়ে তালবিয়া পাঠ করতে করতে অতিক্রম করছেন। এখানে প্রশ্ন হলো: কীরূপে তাদের হজ্জ ও তালবিয়ার কথা উল্লেখ করলেন? তারাতো মৃত এবং পরপারে। এটা আমলের জগৎ নয়। উত্তর হলো: শহীদগণ জীবিত এবং আল্লাহর পক্ষ হতে রিজিক্ব প্রাপ্ত। আর নবীগণ (আঃ) শহীদদের চেয়ে এসব আল্লাহর পক্ষ হতে রিজিক্ব প্রাপ্ত। আর নবীগণ (আঃ) শহীদের চেয়ে এসব বিষয়াবলীতে আরো অগ্রগন্য ও শ্রেষ্টতর। সুতরাং তাঁদের জন্য অসম্ভব নয় যে, তারা হজ্জ সম্পাদন করবে, নামাজ আদায় করবে, সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য লাভে হজ্জ সম্পাদন করবে, নামাজ আদায় করবে, সমার্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হবে। কেননা তারা পরজগতে হলেও পার্থিব জগতেই আছেন এটা আমলের স্থান। যতক্ষণ না এ জগতের সময় শেষ হয় ও পরজগৎ তার স্থলাভিষিক্ত হয়, যা বিনিময় জগৎ ও আমলের পরিসমাপ্তি। এ বক্তব্য কাদ্বী আইয়াদ্বের। কাদ্বী আইয়াদ্ব শহীদগণের স্বশরীরে হজ্জ করা, ক্ববরের বাহিরে গমন করার কথা বলেন। (স্বীকৃতি প্রদান করেন) অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ক্ববর হতে আলাদা হবার ব্যাপারটি কীভাবে অস্বীকার করা যায়? নবী আকাশে স্বশরীরে হজ্জ ও নামাযরত থাকাবস্থায় ক্ববরস্থ নন? (অর্থাৎ নবীগণের হজ্জ-নামাজ-ই রত থাকা, আকাশ- পাতাল ভ্রমণ করা, ক্ববরে সমাহিত হওয়ার বিপরীত নয়। সূক্ষ্মজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টির অভাব, তা না বুঝার মোটা অন্তরায়।)

فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ النُّقُولِ وَالْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي الْمَلَكُوتِ وَهُوَ بِهَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ لَمْ يَتَبَدَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ مُغَيَّبٌ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ كَوْنِهِمْ أَحْيَاءً بِأَجْسَادِهِمْ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ رَفْعَ الْحِجَابِ عَمَّنْ أَرَادَ إِكْرَامَهُ بِرُؤْيَتِهِ رَآهُ عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا، لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا دَاعِيَ إِلَى التَّخْصِيصِ بِرُؤْيَةِ الْمِثَالِ.

সুতরাং এ সকল উদ্ধৃতি-বর্ণনা, হাদীস-দলীল-প্রমাণের চুম্বক ফলাফল দ্বারা সুপ্রমাণিত, সুপ্রতিষ্ঠিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেহ-রূহসহই জীবিত আছেন, ক্ষমতা প্রয়োগ বা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন এবং পারেন ভ্রমণ করতে- নিম্নজগৎ ও উর্ধ্ব জগতের যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানে। মৃত্যু পূর্ববর্তী অবিকল আকৃতিতেই তিনি বিদ্যমান আছেন। কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। তিনি চোখের আড়ালে বিরাজমান আছেন, যেমন ফেরেস্তাগণ

স্বশরীরে বিরাজমান আছেন। (অর্থাৎ তারা আমাদের আশে-পাশে স্বশরীরে বিরাজীত, জীবিত ও উপস্থিত কিন্তু চোখের আড়ালে। তাই আমরা দেখি না।) আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে; তাঁকে দেখিয়ে সম্মানিত ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করেন, তখন তার চোখের পর্দা উঠিয়ে সে আকৃতিতেই তাকে (দর্শককে) দেখান যে আকৃতিতে তিনি রয়েছেন। তাতে কোন বাঁধা-বিপত্তি নেই। মিছাল বা উপমাকারে দেখা নিধারণ-নির্দিষ্ট করণের কোন কারণ-প্রয়োজনও নেই।

জ্ঞাতব্য বিষয়াদি:(৩)

الثَّالِثُ: سُئِلَ بَعْضُهُمْ كَيْفَ يَرَاهُ الرَّاؤُونَ الْمُتَعَدِّدُونَ فِي أَقْطَارٍ مُتَبَاعِدَةٍ؟ فَأَنْشَدَهُمْ: كَالشَّمْسِ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ وَضَوْؤُهَا ... يَغْشَى الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَمَغَارِبَا

জ্ঞাতব্য বিষয়াদি:(৩)

কোন এ সজ্জনকে জিজ্ঞেস করা হলো: কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, দূরদূরান্তের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে তাঁকে একসঙ্গে দেখতে পায়? প্রশ্ন শুনে তিনি আবৃত্তি করলেন-যেমন মধ্যাকাশে সূর্য, আর তার আলো চেয়ে ফেলে পূর্ব-পশ্চিমের সকল দেশ-ভূখন্ড। (আল্লাহ তাআলার এক সাধারণ সৃষ্টির অবস্থা যদি এ হয় তা হলে সৃষ্টির সেরা, তাঁর বন্ধুর অবস্থা কী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।)

শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আতার রহ.এর ঘটনা

وَفِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ تاج الدين بن عطاء الله عَنْ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ قَالَ: حَجَجْتُ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الطَّوَافِ رَأَيْتُ الشَّيْخَ تاج الدين فِي الطَّوَافِ فَنَوَيْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ جِئْتُ فَلَمْ أَرَهُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي عَرَفَةَ كَذَلِكَ وَفِي سَائِرِ الْمَشَاهِدِ كَذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَأَلْتُ عَنِ الشَّيْخِ فَقِيلَ لِي: طَيِّبٌ، فَقُلْتُ: هَلْ سَافَرَ؟ قَالُوا: لَا، فَجِئْتُ إِلَى الشَّيْخِ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي: مَنْ رَأَيْتَ؟ فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي رَأَيْتُكَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ الرَّجُلُ الْكَبِيرُ يَمْلَأُ الْكَوْنَ لَوْ دُعِيَ الْقُطْبُ مِنْ حَجَرٍ لَأَجَابَ، فَإِذَا كَانَ الْقُطْبُ يَمْلَأُ الْكَوْنَ فَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَابِ

أَوْلَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي العباس الطنجي أَنَّهُ قَالَ :وَإِذَا بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ مَمْلُوءَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আতার জীবনীতে তার কোন এক ছাত্র উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি হজ্জে গমন করি। আমি যখন ত্বওয়াফ করছিলাম তখন দেখতে পেলাম শাইখ তাজুদ্দীনও তওয়াফ করছেন। নিয়্যাত করলাম তিনি তওয়াফ সমাপ্ত করলেই আমি গিয়ে তাঁকে সালাম নিবেদন করব। যখন তিনি তওয়াফ সমাপ্ত করলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি তিনি নেই। একই ভাবে দেখলাম তাঁকে আরাফাতে এবং সব পবিত্র স্থানে । আমি কায়রো ফিরে শাইখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । আমার সহপাঠিরা বলল। তিনি ভাল আছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলাম: তিনি কি হজ্জে গিয়েছিলেন? তারা বলল: না। অতৎপর আমি নিজেই শাইখের নিকট গমন করি এবং সালাম পেশ করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কাকে দেখেছ? বললাম: হে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ! আপনাকেই দেখেছি। বললেন; হে অমুক, মহান ব্যক্তিগণ সৃষ্টি জগৎ পূর্ন করে থাকেন। কোন কুতুবকে ডাকা হলে, তিনি পাথরের ভিতর হতেও সাড়া প্রদান দেন। এখন ভেবে দেখুন-একজন কুতুব যদি সৃষ্টি জগৎ ঘিরে থাকেন, তাহলে রাসূলদের সর্দার স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের চেয়ে এ বিষয়ে অধিকতর যোগ্য, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর আগেই উল্লেখিত হয়েছে-শাইখ আবুল আব্বাস ত্বানজিরের বক্তব্য, তিনি বলেছেন, হঠাৎ দেখি-আসমান, যমীন, আরশ ও কুরসী রাসূলুল্লাহ দ্বারা পরিপূর্ণ।

জ্ঞাতব্য বিষয়াদি: (৪)

الرَّابِعُ :قَالَ قَائِلٌ: يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ تَثْبُتَ الصُّحْبَةُ لِمَنْ رَآهُ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ، أَمَّا إِنْ قُلْنَا :بِأَنَّ الْمَرْئِيَّ الْمِثَالُ فَوَاضِحٌ لِأَنَّ الصُّحْبَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ ذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ جَسَدًا وَرُوحًا، وَإِنْ قُلْنَا: الْمَرْئِيُّ الذَّاتُ فَشَرْطُ الصُّحْبَةِ أَنْ يَرَاهُ وَهُوَ فِي عَالَمِ الْمُلْكِ، وَهَذِهِ رُؤْيَةٌ وَهُوَ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ، وَهَذِهِ الرُّؤْيَةُ لَا تُثْبِتُ صُحْبَتَهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِأَنَّ جَمِيعَ أُمَّتِهِ عُرِضُوا عَلَيْهِ فَرَآهُمْ وَرَأَوْهُ وَلَمْ تَثْبُتِ الصُّحْبَةُ لِلْجَمِيعِ لِأَنَّهَا رُؤْيَةٌ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ فَلَا تُفِيدُ صُحْبَتَهُ.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

জ্ঞাতব্য বিষয়াদি: (৪)

কেউ কেউ বলে থাকে, এ দেখা-সাক্ষাৎ দ্বারা সাহাবী হওয়া অত্যাবশ্যক প্রমানিত হয়ে যায়। এর উত্তর হলো-এর দ্বারা সাহাবী হওয়া অত্যাবশ্যক হয় না। যদি বলা হয় যে, এ দেখা হল উপমা হিসেবে দেখা। আর সাহাবী হয়, রূহ ও দেহসহ দেখলে, যা অত্যন্ত পরিস্কার। আর যদি এ দেখা হয়, তাঁর বাস্তব সত্তাকেই দেখা। তবে জানা কথা- সাহাবী হওয়ার শর্ত হল তাঁকে এ ধরণীতে দেখা। (ঈমানদার অবস্থায় দেখা ও ঈমানদার অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করা।) আর বর্তমান দেখার সময় তিনি উধ্ব জগতে। সুতরাং বর্তমান দেখা সাহাবী হওয়া প্রমাণ করে না। এ বক্তব্যকে শক্তিশালী করে ঐ সব প্রাপ্ত হাদীস, যাতে উল্লখিত হয়েছে যে, তাঁর সব উম্মতকেই তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তিনি সবাইকেই দেখছেন, তারাও তাঁকে দেখেছে। উর্ধ্ব জগতের ঐ দেখা দিয়ে সবাই সাহাবী তা প্রতিষ্টত হয় নি। কেননা ঐ দর্শন ছিল উর্ধ্ব জগতে। অতএব কারণে সে দর্শন সাহাবী হবার বিষয়ে কোন উপকারে আসে নি। (তথা অধিকাংশই সাহাবী হয় নি। সব দর্শকই সাহাবী তা কেউ বলেওনি, দাবীও করে নি। বর্তমান দর্শনও উর্ধ্ব জগতের দর্শন বিধায় এ প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনা অবান্তর, অযৌক্তিক। অহেতুক ঝামেলার সৃষ্টি করা মাত্র।)

উপসংহার:

خَاتِمَةٌ: أَخْرَجَ أَحمد فِي مُسْنَدِهِ، وَالْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي العالية عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: («خَرَجْتُ مِنْ أَهْلِي أُرِيدُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا بِهِ قَائِمٌ وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاجَةً، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ قَامَ بِكَ هَذَا الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قَالَ :وَلَقَدْ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَدْرِي مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ :لَا، قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَلَّمْتَ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ (

উপসংহার: মুসনাদে আহমাদে ইমাম আহমাদ রহ. (মালিকী মাযহাবের ইমাম) ও মাকারেমুল আখলাক্বে ইমাম খারায়েত্বী রহ. : আবুল আলিয়া সূত্রে এক আনছার

সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আনছারী সাহাবা) বলেন, একদা আমি বাড়ী হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এ সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হলাম। বের হয়েই দেখি- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন, আর এক ব্যক্তিও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভাবলাম তারা দুজনের নিশ্চয়ই কোন জরুরি প্রয়োজন আছে। আনছারী (রাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এত দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থেকে খুব কষ্ট করতে হলো, তাই মনে ব্যথা অনুভব করলাম। ঐ ব্যক্তি চলে গেলে পর, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ঐ ব্যক্তি চলে গেলে পর, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ঐ লোকটি, এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে্ তিনি বললেন, তুমি কি সত্যিই তাঁকে দেখেছ? বলো। বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি, জান সে কে? আমি বললাম, জি না। তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি হযরত জিব্রাইল (আঃ)। আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত বেশী তাগাদা দিচ্ছিলেন, যাতে আমার মনে হচ্ছিল যে, (অদূর ভবিষ্যতে) প্রতিবেশীকে উত্তরাধীকার ঘোষণা করা হতে পারে। অতঃপর তিনি বললেন, হায়! তুমি, তাঁকে সালাম দিতে, তা হলে সেও তোমার সালামের প্রতি উত্তর দিত।

হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে দেখা প্রসঙ্গে হাদীস

وَأَخْرَجَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ تميم بن سلمة قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْصَرَفَ مِنْ عِنْدِهِ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ مُوَلِّيًا مُعْتَمًّا بِعِمَامَةٍ قَدْ أَرْسَلَهَا مِنْ وَرَائِهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ.

আল-মায়রিফাতে তামীম ইবনে সালামা (রাঃ) হতে আবু মূসা মাদীনী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে উঠে চলে যাচ্ছিল। আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম, দেখলাম মাথায় পাগড়ী বাঁধা,পাগড়ীটি পেছনে লম্বা করে ঝুলানো জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! কে তিনি? তিনি বললেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহ্মাদ, হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَأَخْرَجَ أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: «مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ جِبْرِيلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَمَرَرْتُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا وَانْصَرَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ.

আহ্মাদ, ত্বিবরাণী এবং দালায়েলে ইমাম বায়হাক্বী হারেসা ইবনে নুমান (রাঃ) হতে। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তার সাথে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-ও ছিলেন, আমি তাঁকে সালাম জানিয়ে চলে গেলাম। ফেরার সময় দেখি, জিব্রাঈলকে সঙ্গে নিয়ে তিনিও ফিরছেন। আমি তাঁকে সালাম জানিয়ে চলে এলাম। আমি যখন (মসজিদে নববীতে) ফিরে এলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ফিরে এসেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাথে যে ব্যক্তিটি ছিল, তাঁকে কি তুমি দেখেছ? বললাম, জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তিনি জিব্রাঈল (আঃ) এবং তোমার সালামের জবাবও দিয়েছেন।

وَأَخْرَجَ ابن سعد عَنْ حارثة قَالَ: رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مِنَ الدَّهْرِ مَرَّتَيْنِ، وَأَخْرَجَ أحمد وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ: «كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ فَكَانَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ أَبِي فَخَرَجْنَا فَقَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ كَالْمُعْرِضِ عَنِّي؟ قُلْتُ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ رَجُلٌ يُنَاجِيكَ فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: وَهَلْ رَأَيْتَهُ يَا عبد الله؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ هُوَ الَّذِي يَشْغَلُنِي عَنْكَ.

হারেসা (রাঃ) হতে ইবনে সায়দ বর্ণনা করেছেন; তিনি (হারেসা) বলেন, আমি অতি অল্প সময়ে জিব্রাঈল (আঃ)-কে দুবার দেখেছি। ইমাম আহমাদ ও ইমাম বায়হাক্বী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দারবারে যাই। দেখলাম, তাঁর সাথে সেখানে এক ব্যক্তি চুপিসারে কথা বলছে। আর মনে হলো, তিনি আমার আব্বাকে এড়িয়ে চলছেন বিধায় আমরা চলে এলাম। তারপর আমার আব্বা আমাকে বললেন, হে প্রিয় বৎস। দেখলেতো; তোমার চাচাত ভাই

যেন আমাকে এড়িয়ে চলছে। আমি বললাম: হে শ্রদ্ধেয় পিতা! তাঁর কাছে একজন লোক ছিল এবং চুপিসারে কথা বলছিল। এ কথা শুনে তিনি আবার ফেরৎ গেলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আবদুল্লাহকে-এই এই কথা (তোমার চাচাত ভাই যেন আমাকে এড়িয়ি চলছে) বলছিলাম। সে বলল:- আপনার নিকট একজন নিকট কেউ ছিল? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহ! তাঁকে কি তুমি দেখেছ? উত্তরে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তিটি ছিল জিব্রাঈল, সেই আপনার দিক হতে আমাকে নির্লিপ্ত করেছিল।

وَأَخْرَجَ ابن سعد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مَرَّتَيْنِ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: («عَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَنْزِلِهِ سَمِعَهُ يَتَكَلَّمُ فِي الدَّاخِلِ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَرَ أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كُنْتَ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ بَعْدَكَ أَكْرَمَ مَجْلِسًا وَلَا أَحْسَنَ حَدِيثًا مِنْهُ، قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَرِجَالًا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ) وَأَخْرَجَ أبو بكر بن أبي داود فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ عَنْ أَبِي جعفر قَالَ: «كَانَ أبو بكر يَسْمَعُ مُنَاجَاةَ جِبْرِيلَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-

ইবনে সায়দ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমি দুবার জিব্রাঈল (আঃ)-কে দেখেছি। ইমাম বায়হাক্বী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনছারী (রুগী সাহবীকে) ব্যক্তিকে দেখতে বের হলেন।

তাঁর (আনছারীর) নিকটবর্তী হয়ে শুনতে পেলেন-তিনি বাড়ীর ভিতরে কারো সঙ্গে কথোপকথনে রতো। অথচ ভিতরে প্রবেশ করে কাউকেই দেখলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে আলাপ-সালাপ করছিলে? তিনি বললেন: ইয়া রসূলাল্লাহ এমন এক আগন্তক আমার নিকট আসল-আপনার পরে, তাঁর চেয়ে সেরা অন্তরঙ্গ বন্ধু ও এত সুন্দর সদালাপ ব্যক্তি আমি কখনও দেখিনি। তিনি জানালেন ঐ ব্যক্তি হলো হযরত জিব্রাইল (আঃ)। তোমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যদি তাঁদের কোন একজনও

আল্লাহ তাআলার নামে শপথ করে কোন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে তাঁকে মুক্ত করেন। আবু বকর ইবনে আবু দাউদ কিতাবুল মাছাহিফে আবু জায়ফর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চুপেচুপে কিছু বলেল তাও হযরত আবু বকর (রাঃ) শুনতে পেতেন।

وَأَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ مُتَكَلِّمًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ أَهْلٌ أَنْ تُحْمَدَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَمِيعَ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، وَارْزُقْنِي عَمَلًا زَاكِيًا تَرْضَى بِهِ عَنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَاكَ مَلَكٌ أَتَاكَ يُعَلِّمُكَ تَحْمِيدَ رَبِّكَ ." وَأَخْرَجَ محمد بن نصر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ مُتَكَلِّمًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

কিতাবুছ্ ছলাতে মুহাম্মদ ইবনে মারুজী, হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামানী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি যখন নামাজ পড়ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, সে বলছে:"হে আল্লাহ তাআলা! আপনার জন্যই সব প্রশংসার পুরোটা, আপনারই সমস্ত রাজত্ব, কল্যাণকর সবই আপনার হাতে, প্রকাশ্য-গোপন সব কর্ম আপনার কাছেই প্রত্যার্পণ করা হবে, আপনিই একমাত্র উপযুক্ত সত্ত্বা যার প্রশংসা করা যায়, নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর উপর মহাশক্তিধর। হে আল্লাহ তাআলা- আমার পূর্বকৃত সকল গোনাহ মাফ করুন এবং আমার বাদবাকী জীবন রক্ষা করুন। আর আমাকে পূত-পবিত্র এমন আমল করার তৌফিক্ব দিন যার মাধ্যমে আপনি আমার উপর রাজী-খুশী হয়ে যাবেন"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে হলো ফেরেস্তা, তোমার রবের উত্তম প্রশংসাবাণী তোমাকে শিক্ষা দিতে তোমার কাছে আগমন করেছিল। মুহাম্মদ ইবনে নছ্র রহ. হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এই (হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন নামাজ পড়ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে বলতে

শুনলাম, সে বলছে:- পূর্বের হাদীসটির অনুরূপই বললেন। (অর্থাঃ প্রথম হাদীসটির সূত্র হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে আর দ্বিতীয়টির সূত্র হযরত আবু হুরাইরাই (রাঃ) হতে)।

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الذِّكْرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ": قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَأَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ، فَلَأُصَلِّيَنَّ وَلَأَحْمَدَنَّ اللَّهَ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمِدْهُ بِهَا أَحَدٌ، فَلَمَّا صَلَّى وَجَلَسَ لِيَحْمَدَ اللَّهَ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ بِصَوْتٍ عَالٍ مِنْ خَلْفٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ، لَكَ الْحَمْدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، [اللَّهُمَّ] اغْفِرْ لِي مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، وَارْزُقْنِي أَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضَى بِهَا عَنِّي، وَتُبْ عَلَيَّ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ."

ইবনে আবিদ দুনিয়া কিতাবুজ জিকির এ হাদীস খানা-হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত উবাই ইবনে কাআব বলেছেন: অবশ্যই মসজিদে ঢুকব, তারপর নিশ্চিৎ আল্লাহ তাআলার এমন প্রশংসা করব যা আর কেউ করে নি। মসজিদে ঢুকে তিনি নামাজ আদায় করে যখন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণ-গান করতে বসলেন, তখন হঠাৎ তাঁর পেছন হতে উচ্চস্বরে এক ব্যক্তি বলছে:-

"হে আল্লাহ তাআলা! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসার সবটুকুন, আপনারই পুরা রাজত্ব, কল্যাণকর সবই আপনার হাতে, প্রকাশ্য-গোপন সব কর্ম আপনার কাছেই প্রত্যার্পিত হবে, আপনারই সকল প্রশংসা, নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর উপর মহাক্ষমতাধর। আমার পূর্বকৃত সকল গোনাহ মাফ করুন এবং আমার বাদবাকী জীবন রক্ষা করুন। আর আমাকে পূত-পবিত্র এমন আমল করার তৌফীক্ব দিন যা দ্বারা আপনি আমার উপর রাজী-খুশী হবেন এবং আমার তওবা ক্ববুল করুন"। তিনি রাসূলুল্লাহ-এর কাছে চলে আসলেন এবং সব ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তিনি এরশাদ করলেন: ঐ আওয়াজ দাতা হলো জিব্রাঈল (আঃ)

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ محمد بن مسلمة قَالَ: "«مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا خَدَّهُ عَلَى خَدِّ رَجُلٍ، فَلَمْ أُسَلِّمْ، ثُمَّ رَجَعْتُ،

فَقَالَ لِي: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ شَيْئًا مَا فَعَلْتَهُ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَ عَلَيْكَ حَدِيثَكَ، فَمَنْ كَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ."

ইমাম তাবারানী ও ইমাম বাইহাক্বী মুহাম্মদ মাসলাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম এক ব্যক্তির গালের উপর তাঁর গাল রাখা। অতএব সালাম জানালাম না। ফেরৎ আসার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে সালাম দানে বারণ করল? আমি বললাম, এক ব্যক্তির সাথে আপনি এমন কিছু করছিলেন যা আর কোন মানুষের সাথে করেননি। তাই এমন শুভ আলোচনার (সালাম দিয়ে) অবসান ঘটানো অসুন্দর মনে করলাম। ঐ ব্যক্তিটি কে ছিল ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, জিব্রাঈল।

وَأَخْرَجَ الحاكم عَنْ عائشة قَالَتْ: "«رَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَاقِفًا فِي حُجْرَتِي هَذِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: بِمَنْ شَبَّهْتِهِ؟ قُلْتُ: بِدِحْيَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتِ جِبْرِيلَ."

ইমাম হাকিম রহ. হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমার এ কামরায় হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখলাম। রাসূলুল্লাহ অনুচ্চ আওয়াজে তাঁর সাথে আলাপ করছেন। আরজ করলাম: ঐ ব্যক্তিটি কে ইয়া রাসূলাল্লাহ? জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কার আকৃতির সাথে তাঁকে তুলনা করেছ? বললাম, দেহ্ইয়ার (রাঃ) সাথে। বললেন: অবশ্যই তুমি জিব্রাইলকে দেখেছ।

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حذيفة قَالَ ": صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ، فَتَبِعْتُهُ، فَإِذَا عَارِضٌ قَدْ عَرَضَ لَهُ، فَقَالَ لِي: يَا حذيفة هَلْ رَأَيْتَ الْعَارِضَ الَّذِي عَرَضَ لِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمْ يَهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَهَا، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، وَبَشَّرَنِي بالحسن والحسين أَنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ فاطمة سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ."

ইমাম বায়হাক্বী রহ. হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে নামাজ আদায় করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করে পেছনে পেছনে

চলছিলাম। হঠাৎ দেখি, এক আগন্তুক তাঁর সমীপে উপস্থিত। কিছুক্ষণ পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হুযাইফা! আগন্তুক লোকটিকে তুমি দেখছ? বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন-সে হলো, ফেরেস্তাদের মধ্যে এমন এক ফেরেস্তা যিনি এর পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করেন নি। সে তার রবের অনুমতি নিয়ে আমার নিকট এসে সালাম পেশ করল এবং সুসংবাদ দিয়ে ছলেগেল, হাসান ও হোসাইন (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের সর্দার। আর জান্নাতী রমণীদের সর্দার হলেন ফাতিমা (রাঃ)।

وَأَخْرَجَ أحمد، وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وأبو نعيم، وَالْبَيْهَقِيُّ، كِلَاهُمَا فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، «عَنْ أسيد بن حضير، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتْ، فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا هِيَ بِمِثْلِ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ تَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.

ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারী (মন্তব্য বা সমীক্ষা হিসেবে) এবং ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, আবু নাঈম ও বায়হাক্বী (শেষের) দুজন তাঁদের দালায়েলুন নুবওয়্যাতে হযরত উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি রাতের বেলা সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর সন্নিকটে তাঁর ঘোড়াগুলিও বাঁধা ছিল। (সূরা পাঠের সময়) ঘোড়াগুলি অস্বাভাবিক আচরণ করতে লাগল। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলে পর তারাও শান্ত হয়ে যায়। আবার তিলাওয়াত শুরু করলে পূর্বের মত ঘোড়াগুলিও অস্থির হয়ে উঠে। পড়া বন্ধ করলে চুপ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পান; ছায়ার মত, তার ভিতরে অসংখ্য প্রদীপ-বাতি, বিস্তৃত উর্ধ্বকাশে উঠে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। সকাল হলে পর তিনি ঘটনাটি রসূল-এর খেদমতে আরজ করলেন। তিনি বললেন, ফেরেস্তারা তোমার তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে তোমার নিকট পর্যন্ত চলে এসেছিল। যদি তুমি তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে তারাও এ অবস্থায়ই থাকতো। সকালে লোকজন তাদেরকে দেখতে পেত, তারা তাদের কাছ থেকে আত্মগোপন করতো না।

وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «رَأَيْتُ يَوْمَ بَدْرٍ رَجُلَيْنِ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا وَعَنْ يَسَارِهِ أَحَدُهُمَا، يُقَاتِلَانِ أَشَدَّ الْقِتَالِ، ثُمَّ ثَلَّثَهُمَا ثَالِثٌ مِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ رَبَّعَهُمَا رَابِعٌ أَمَامَهُ.

ওয়াক্বেদী ও ইবনু আসাকের অবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি বদরের দিন দেখতে পেলাম দুজন ফেরেস্তা। একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ডানে ও অপরজন বামে। তাঁরা তীব্রতর যুদ্ধ করে চলেছে। তারপর দেখলাম তৃতীয় একনজন তাঁর পেছনে ও চতুর্থজন সামনে।

وَأَخْرَجَ إسحاق بن راهويه فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وأبو نعيم وَالْبَيْهَقِيُّ كِلَاهُمَا فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ مَا عَمِيَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكُمْ بِبَدْرٍ الْآنَ وَمَعِيَ بَصَرِي لَأَخْبَرْتُكُمْ بِالشِّعْبِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، لَا أَشُكُّ وَلَا أَتَمَارَى.

অপর একটি হাদীস ইসহাক্ব ইবনে রাহ্ওয়াই তাঁর মুসনাদে ও তাফসীরে ইবনে জারীরে ইমামা ইবনে জারীর, আর আবু নাঈম ও বায়হাক্বী তাঁদের উভয়ের দালায়েলুন নুবুওয়্যাতে আবু উসাদ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি অন্ধ হবার পর বলেছিলেন যে, আমি যদি এখন তোমাদের সাথে বদরের ময়দানে উপস্থিত হতাম ও আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম; যে গিরিপথ ধরে ফেরেস্তারা ময়দানে বেরিয়ে এসেছিল।

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: "«جِئْتُ يَوْمَ بَدْرٍ بِثَلَاثَةِ رُءُوسٍ، فَوَضَعْتُهُنَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا رَأْسَانِ فَقَتَلْتُهُمَا، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا أَبْيَضَ طَوِيلًا ضَرَبَهُ، فَأَخَذْتُ رَأْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ فُلَانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ."

বায়হক্বী শরীফে ইমাম বায়হাক্বী আবু বুরদা ইবনে নাইয়্যার (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমি বদরের যুদ্ধের দিন তিনটি খন্ডিত মাথা এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে পেশ করলাম। তারপর বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! খন্ডিত একটি মাথা আমি নিজে দুজনকে হত্যা করে এনেছি। তৃতীয়টি হলো এমন এক ব্যক্তির, যাকে সুন্দর-উজ্জ্বল, দীর্ঘ দেহী এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে দেখলাম, তারপর মাথাটি আমি নিয়ে আপনার নিকট হাজির হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে হলো ফেরস্তাদের মধ্যে অমুক।

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَلَكُ يَتَصَوَّرُ فِي صُورَةِ مَنْ تَعْرِفُونَ مِنَ النَّاسِ يُثَبِّتُونَهُمْ، فَيَقُولُ :إِنِّي دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: لَوْ حَمَلُوا عَلَيْنَا مَا ثَبَتْنَا، لَيْسُوا بِشَيْءٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى} :إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا} [الأنفال: ১২.]

এ হাদীসটিও ইমাম বায়হাক্বী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে যে যাকে যে আকৃতিতে চিনতে (বদরের ময়দানে) ফেরেস্তারা সে আকৃতি ধারণ করে শক্তি যুগিয়েছে। আমি তাদের নিকটবর্তী হয়ে শুনতে পেলাম তারা বলছে, তারা যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে আমরা প্রতিআক্রমণ করব না বরং তা আমাদের দায়িত্বও নয়। আল্লাহ তাআলার কথাও তাই: "যখন ফেরেস্তাদেরকে তোমার রব্ব বলে দিলেন, যাও আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা গিয়ে মুমিনদেরকে শক্তি যোগাও"।

وَأَخْرَجَ أحمد، وابن سعد، وَابْنُ جَرِيرٍ، وأبو نعيم فِي الدَّلَائِلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ": كَانَ الَّذِي أَسَرَ العباس أَبُو الْيُسْرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ أبو اليسر رَجُلًا جَمُوعًا، وَكَانَ العباس رَجُلًا جَسِيمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أبا اليسر كَيْفَ أَسَرْتَ العباس؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ، هَيْئَتُهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ."

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আহ্‌মদ, ইবনে সায়দ ও ইবনে জারীর এবং আবূ নাঈম দালায়েলুল নুবুওয়্যাতে। তিনি বলেন, হযরত

আব্বাস (রাঃ)-কে হযরত আবুল ইয়াস্‌র কাআব ইবনে আমর (রাঃ) বন্দী করে নিয়ে আসেন। (মজার ব্যাপার হলো) একদিকে আবুল ইয়াস্‌র (রাঃ) ছিলেন খর্বাকৃতির হালকা-পাতলা ব্যক্তি, অপরদিকে হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন প্রকান্ড দেহধারী নাদুসনুদুস। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু ইয়াস্‌র! তুমি কেমন করে আব্বাসকে আটক করলে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে এমন এক ব্যক্তি সাহায্য করেছে যাকে আমি এর আগেও ও দেখিনি, পরেও না। তাঁর আকার-আকৃতি এই এই রকম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁর বিপরীতে তোমাকে সহায়তা করেছে এক মহিমান্বিত ফেরেস্তা।

وَأَخْرَجَ ابن سعد وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ عمار بن أَبِي عمار: " أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِنِي جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، قَالَ: اقْعُدْ فَقَعَدَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى خَشَبَةٍ كَانَتْ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعْ طَرْفَكَ [فَانْظُرْ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ] فَرَأَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ الزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ."

আর ইবনে সায়দ ও বাইহাক্বী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আম্মার ইবনে আবু আম্মার (রাঃ) হতে। তিনি বলেন যে, একবার হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! (দয়া করে) জিব্রাঈল (আঃ)-কে তাঁর স্বআকৃতিতে আমাকে দেখান। তিনি বললেন: বসেন, তিনি (হামজা রাঃ) বসে গেলেন। অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) কা'বা শরীফে রক্ষিত একটি খুঁটির উপর অবতরণ করলেন। তিনি বললেন, আপনার চক্ষু উপর দিকে উত্তোলন করুন। তিনি (রাঃ) হযরত জিব্যাঈলের দুপা সবুজ জবরজদের (একজাতীয় বেহেস্তী পাথর) মতো দেখতে পেলেন।

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْقُبُورِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " «بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ بِجَنَبَاتِ بَدْرٍ، إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ حُفْرَةٍ فِي عُنُقِهِ سِلْسِلَةٌ فَنَادَانِي، يَا عبد الله اسْقِنِي، وَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ تِلْكَ الْحُفْرَةِ فِي يَدِهِ سَوْطٌ، فَنَادَانِي يَا عبد الله لَا تَسْقِهِ ؛ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ حَتَّى عَادَ إِلَى حُفْرَتِهِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: أَوَقَدْ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ :نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ اللَّهِ أبو جهل وَذَاكَ عَذَابُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ." مَحَلُّ

الِاسْتِدْلَالِ رُؤْيَتُهُ الرَّجُلَ الَّذِي خَرَجَ عَقِبَهُ وَضَرْبُهُ بِالسَّوْطِ، فَإِنَّهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِتَعْذِيبِهِ.

কিতাবুল কুবূরে ইবনে আবিদ দুনইয়া ও আল্-আওসাতে তাবারানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আমি যখন বদরের এক পাশে আটক অবস্থায় ছিলাম, তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি গুহা হতে বেরিয়ে এলো, ঘাড়ে শিকল বাঁধা। সে আমাকে ডাক দিয়ে বল্ল, হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। পেছনে আর এক ব্যক্তি ঐ গুহা হতেই বেরিয়ে এলো তাঁর হাতে চাবক। সে আমাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ! তাকে পানি পান করাবেনা। কেননা সে কাফের। তারপর সে তাকে চাবুক মারতে শুরু করলো এবং মারতেই থাকলো যে পর্যন্ত না সে গর্তে ফেরৎ গেল। পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট হাজির হয়ে ঘটনাটি জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী তাকে দেখেছ? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বল্লেন, সে হলো আল্লাহর তাআলার দুশমন আবু জাহেল। ক্বিয়ামত পযন্ত এভাবেই তার আজাব চলতে থাকবে। দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রটি হলো; পেছনে বের হয়ে আসা ব্যক্তিটি ও চাবুক মারা। কেননা সেই তাকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেস্তা।

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ عَسَاكِرَ، مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُقْبَضَ، فَكَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ كَبُرَتْ سِنِّي، وَوَهَنَ عَظْمِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَأَنَا أُصَلِّي وَأَدْعُو أَنْ أُقْبَضَ، إِذَا أَنَا بِفَتًى شَابٍّ مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ، وَعَلَيْهِ رِوَاحٌ أَخْضَرُ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي تَدْعُو بِهِ؟ قُلْتُ: وَكَيْفَ أَدْعُو؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ حَسِّنِ الْعَمَلَ، وَبَلِّغِ الْأَجَلَ، قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: أَنَا رَتَابِيلُ الَّذِي يَسُلُّ الْحُزْنَ مِنْ صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا.

ইবনে আবিদ দুনইয়া, ত্বিবরানী ও ইবনে আসাকের ওরওয়া ইবনে রুওয়াইম সূত্রে, তিনি ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াকেই তিনি (ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাঃ) অধিক পছন্দ করতেন। তাই দুয়া করতেন:

হে আল্লাহ! বয়স বেড়ে গেছে, দেহ-মন দূর্বল-শক্তিহীন হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে আপনার কাছে তুলি নিয়ে যান্ আমিও একদিন দামেস্ক্বের মসজিদে নামাজ আদায় করে মৃত্যু কামনা করে দুয়া করছিলাম। হঠাৎ দেখি; সবুজ পোশাক পরিহিত অতি সুশ্রী-সুন্দর এক যুবকের সাথে আমি। সে বল্ল : এভাবে বলো;

হে আল্লাহ! আমার আমলকে সুন্দর-সুসজ্জিত করো এবং নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দাও। বল্লাম আল্লাহ তাআলা আপনার উপর রহম করুন, আপনি কে? সে বল্ল, আমি রাতাবীল, যে মুমিনদের মন হতে চিন্তা-ভাবনা বের করে নেয়। তারপর ঘুরে- ফিরে কাউকেই দেখতে পেলাম না।

وَأَخْرَجَ ابن عساكر فِي تَارِيخِهِ، عَنْ سعيد بن سنان قَالَ: أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَبَيْنَمَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ، إِذْ سَمِعْتُ حَفِيفًا لَهُ جَنَاحَانِ قَدْ أَقْبَلَ وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ثُمَّ أَقْبَلَ حَفِيفٌ يَتْلُوهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَفِيفٌ بَعْدَ حَفِيفٍ يَتَجَاوَبُونَ بِهَا حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، فَإِذَا بَعْضُهُمْ قَرِيبٌ مِنِّي فَقَالَ: آدَمِيٌّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا رَوْعَ عَلَيْكَ، هَذِهِ الْمَلَائِكَةُ.

ইবনে আসাকের তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সাঈদ সিনান হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে এসে মসজিদে প্রবেশ করলাম। এ অবস্থায়ই আমি হঠাৎ শুনতে পেলাম, হিসহিস শব্দ করে কে যেন এগিয়ে আসছে। তাঁর দুটি ডানা। সে বলছে:- "চিরস্থায়ী ও চিরবিদ্যমান আল্লাহ পবিত্র-নিষ্কলুম। চিরঞ্জব ও অবিনশ্বর আল্লাহ তাআলা পূত-পবিত্র। মহান অধিপতি ও মহা পবিত্র সত্তার গুণগান। সকল ফেরেস্তা ও জীব্রাঈলের রব অতি পবিত্র-খুঁতমুক্ত। প্রশংসাসহ সব পবিত্রতা আল্লাহ তাআলার। সুউচ্চতম সমুন্নত আল্লাহ তাআলা মহিমাময়। তিনি পূত-পবিত্র, অতি মহান"। আসল। এরকম অনুচ্ছ আওয়াজে ফিসফিস করে পাঠকারী আসতে আসতে মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অকস্মাৎ তাদের কেউ একজন আমার অতি নিকটে চলে এল এবং বলল, মানুষ? বল্লাম: হ্যাঁ এসব ফেরেস্তা তোমার জন্য অতি মনোমুকর, চমৎকার।

تَذْنِيبٌ: وَمِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ هُنَا مَا أَخْرَجَهُ أبو داود مِنْ طَرِيقِ أَبِي عمير بن أنس، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، «أَنَّ عبد الله بن زيد قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَأَرَانِي الْأَذَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا . وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ، أَنَّ عبد الله بن زيد قَالَ :لَوْلَا اتِّهَامِي لِنَفْسِي لَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ نَائِمًا،

সংযুক্তি: আরো যা যা এখানে যুক্ত হতে পারে তার মধ্যে: এ হাদীসটিও উল্লেখ যোগ্য। সংকলন করেছেন; ইমাম আবূ দাউদ-আবূ ওমাইর ইবনে আনাস (রাঃ) হতে। তিনি-তাঁর সম্পর্কে চাচা হন-এমন এক আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল আমি নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি। এমন সময় হঠাৎ আমার কাছে এক আগন্তুকে এসে আজান দিয়ে দেখালেন। অপরদিকে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর পূর্বেই তাঁকে দেখেছিলেন এবং ২০ দিন তা গোপন করে রেখে ছিলেন। আর কিতাবুছ ছালাতে আবু নাঈম ফদ্বল ইবনে দাকীন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেছেন; যদি আমাকে আমি সন্দেহ না করতাম তা হলে সুনিশ্চৎভাবে বলতাম: আমি অবশ্যই নিদ্রিত ছিলাম না"।

وَفِي سُنَنِ أَبِي داود مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: «جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ، فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ لَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا.

সুনানে আবূ দাউদে ইবনে আবূ লায়লা (রাঃ) সূত্রে বর্ণীত হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য। ইবনে আবূ লায়লা (রাঃ) বলেন, এক আনছারী (রাঃ) দরবারে নববীতে হাজির হয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! দুটি সবুজ রঙের পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে আজান দিয়ে বসে শুরুমাত্র ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ যোগ করলো। লোকজন কিছু মনে না করলে-আমি ঘুমন্ত নই

জাগ্রত বলতাম। রাসূলুল্লাহ বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সর্বোত্তমই দেখিয়েছেন।

فَقَالَ الشَّيْخُ ولي الدين العراقي فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي داود: قَوْلُهُ " :إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ " مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ، فَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّ نَوْمَهُ كَانَ خَفِيفًا قَرِيبًا مِنَ الْيَقَظَةِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ دَرَجَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ. قُلْتُ: أَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي تَعْتَرِي أَرْبَابَ الْأَحْوَالِ وَيُشَاهِدُونَ فِيهَا مَا يُشَاهِدُونَ، وَيَسْمَعُونَ مَا يَسْمَعُونَ، وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُمْ رُءُوس أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ.

শাইখ অলী উদ্দীন ইরাক্বী শরহে সুনানে আবূ দাউদে এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা হলো এই: নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার মাঝামাঝি বলা মুশকিল-জটিল। এর উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, তাঁর নিদ্রা ছিল হালকা, জাগ্রত অবস্থার কাছাকাছি। দুয়ের মধ্যমাত্রা, যা অঘোর ঘুম ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে হয়। আমি বলি: এর চেয়েও পরিস্কার হলো-কথাটিকে এমন অবস্থার উপর আরোপ করা, যা অতি উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের অবস্থা। (যা তাঁদের ক্ষেত্রে অহরহ আপতিত হয়ে থাকে)। তাঁরা ঐ অবস্থায় যা দেখার তাই দেখেন, যা শোনার তাই শোনেন। আর সাহাবায়ে কেরামতো ঐ আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগনের সবার শীর্ষে।

وَقَدْ وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّ أبا بكر وعمر وبلالا رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَى عبد الله بن زيد. وَذَكَرَ إمام الحرمين فِي النِّهَايَةِ، وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ، أَنَّ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ قَدْ رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ [أَنَّ] الَّذِي نَادَى بِالْأَذَانِ فَسَمِعَهُ عمر وبلال جِبْرِيلُ أَخْرَجَهُ الحارث بن أبي أسامة فِي مُسْنَدِهِ، وَيُشْبِهُ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ ابن عساكر فِي تَارِيخِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بكر فَرَآهُ ثَقِيلًا، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَدَخَلَ عَلَى عائشة لِيُخْبِرَهَا بِوَجَعِ أَبِي بكر، إِذْ دَخَلَ أبو بكر يَسْتَأْذِنُ، فَدَخَلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَجَّبُ لِمَا عَجَّلَ اللَّهُ لَهُ

مِنَ الْعَافِيَةِ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي فَغَفَوْتُ، فَأَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَطَعَنِي سَطْعَةً، فَقُمْتُ وَقَدْ بَرَأْتُ. فَلَعَلَّ هَذِهِ غَفْوَةُ حَالٍ لَا غَفْوَةُ نَوْمٍ

আরো বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়, যেগুলোতে হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত বিলাল (রাঃ) অনুরূপ দেখেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। আন নিহায়াতে ইমামুল হারামাইন এবং আল-বাসীতে ইমাম গাজ্জালী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, দশেরও অধিক সাহাবী অনুরূপ দেখেছেন। আর যে হাদীসে আজান দেওয়া ও হযরত ওমর (রাঃ), হযরত বিলাল (রাঃ) ও হজরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর শোনার কথা উল্লেখিত, ঐ হাদীসটি মুসনাদে হারিসে বর্ণনা করেছেন, ইমাম হারিস ইবনে আবূ উসামা। এর মতোই ইবনে আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে দেখতে গিয়ে তাঁকে গুরুতর অবস্থায় পান। তিনি সেখান থেকে হযরত আয়েশার নিকট গমন করে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ব্যথা-বেদনার খবর জানান। ঐ মুহূর্তেই আবূ বকর সেখানে উপস্থিত হয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলে পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, কত দ্রুত আল্লাহ তাআলা তাঁকে রোগমুক্ত করে দিলেন। তিনি (আবূ বকর) বললেন, আপনি ঘর হতে বের হবার সাথে সাথেই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম। তখন হযরত জিব্রাঈল এসে আলোক বিচ্ছোরণ করলো, আমি দাঁড়িয়ে গেলাম ও সুস্থ হয়ে গেলাম। সম্ভবত এটা অন্য এক অবস্থা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা নয়।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আমাদের প্রকাশি... গ্রন্থাবলী

১। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টিতত্ত্ব (১০০টি নূরের দলিল)	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
২। সৃষ্টিতত্ত্ব ২য় খন্ড (আগুন পর্ব)	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৩। ইলমে গাইব (খাসায়েসুল কুবরা অবলম্বনে)	ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)
৪। বারাহিনে কাতিয়া ফি মাওলিদি খাইরিল বারিয়্যা	আল্লামা. কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ)
৫। হুছনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ	ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)
৬। আন নিয়ামাতুল কুবরা	ইমাম ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ)
৭। আদ দুররুছ ছামীন	শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ)
৮। যুগে যুগে দেশে দেশে পবিত্র মীলাদ শরীফ	মো. আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৯। মাদারেজুন নবুওত	শাহ্ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ)
১০। আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ	খলিল আহমদ সাহারানপুরী
১১। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
১২। আল মাওরিদুর রাবী	ইমাম মুল্লা আলী কারী (রহ)
১৩। আকওয়ালুল আখইয়া ফি মাওলিদুন নাবীয়্যিল মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীলাদ শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৩ শতাধিক দলিল)	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
১৪। আহকামুল মায়্যিত	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
১৫। ফাযায়েলে মাসনুন ঝিকির ও দোয়া	ইমাম হাফিজ ইবনুল মুনজিরি (রহ.)
১৬। আরফুত তায়রীফ বিল মওলিদিশ শরীফ	ইমাম জাজরী (রহঃ)
১৭। মাওলিদুল আরুছ	ইমাম জাওজী (রহঃ)
১৮। আরশের চেয়ে রওজা শরীফ উত্তম	হাবীব আলী জিফরী
১৯। মাছালিকুল হুনাফা	ইমাম জালালুদ্দীন সয়ূতী
২০। হায়াতুল আম্বিয়া	ইমাম বাইয়াকি
২১। জানাযা ও দোয়া	তকি উদ্দীন

মাসআলা মাসাইলের সিরিজ

১। পেশাব- পায়খানা ও অযূ মাসআলা - মাসাইল	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
২। গোসল, পানি ও তায়াম্মুমের মাসআলা - মাসাইল	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৩। মহিলাদের মাসআলা- মাসাইল	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৪। আযানের মাসআলা - মাসাইল	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৫। সালাতুল জুমুয়ার মাসআলা - মাসাইল	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৬। সুন্নাত ও মুস্তাহাব নামাযের মাসআলা - মাসাইল	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৮। সহু সিজদার মাসআলা - মাসাইল	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৯। জানাযার পর দোয়া	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
১০। কবরে তালকিন	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

চটি বই

১। নূরই মুহাম্মদী (দ.) ও জন্ম রজনীর মাজেজা	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
২। দৈনিক আদব ও আমল	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
২। বিশ্বনবী (দ.) এর দেহ মুবারক চুরির ষড়যন্ত্র	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৩। বিশ্বনবী (দ.) এর ইলমে গাইব	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৪। ভাত খাবার আদব	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
৫। মাছনুন দোয়া	মো.আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

পরিবেশনায়

রশিদ বুক হাউজ
বাংলাবাজার- ঢাকা
০১৭৭৮৮৫২১৯০

মাকতুবাতুন নাজাত
দারুন নাজাত কামিল মাদ্রাসা
মাদ্রাসা মার্কেট-ডেমরা ঢাকা
০১৯২৩১৩০ ৫৬৫

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লাহ -চট্টগ্রাম
০১৮১৯- ৬২১ ৫১৪

নোমানিয়া লাইব্রেরী
কুদরতউল্লা -সিলেট
০১৭১২- ১১৭ ১১৫